প্রিয় নবীর দু'আ-দরূদ
ও
ব্যবহারিক সুন্নাত

দৈনন্দিন জীবনে
প্রিয় নবীর দু'আ-দরূদ
ও
ব্যবহারিক সুন্নাত

মূল
আশ্‌শেখ মুহাম্মদ আলী আচ্ছাবূনী

সংকলন, অনুবাদ ও সম্পাদনায়
আবুল কালাম আযাদ

পরিবেশক
আযাদ বুক্‌স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

দৈনন্দিন জীবনে
প্রিয় নবীর দু'আ দরূদ ও
ব্যবহারিক সুন্নাত

মূলঃ- আশ্‌শেখ মুহাম্মদ আলী আচ্ছাবূনী

সংকলন, অনুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ
আবুল কালাম আযাদ

প্রকাশনায়ঃ
আযাদ প্রকাশন
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকালঃ
চতুর্থ প্রকাশ- ডিসেম্বর '৯৬ইং।
(সংশোধিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ)

কম্পিউটার কম্পোজঃ
কালার কার্ড
১নং শাহী জামে মস্‌জিদ শপিং কমপ্লেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মূল্যঃ- ২০.০০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দৈনন্দিন জীবনে দু'আ ও ব্যবহারিক সুন্নাত

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় **পৃষ্ঠা**

দ্বিতীয় অধ্যায়
রাসূল (ছুঃ)-এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ

তৃতীয় অধ্যায়
দু'আ বা মুনাজাত

সংকলকের ভূমিকা

প্রশংসা তো ঐ রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহ্ তা'লার, যিনি মানুষের জীবন যাপনের জন্য বিজ্ঞান সম্মত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দিয়ে ধন্য করেছেন। এবং ছ্বালাত ও সালাম সেই সরওয়ারে আলম মহা নবী (ছ্বঃ)-এর প্রতি, যিনি ছিলেন আজীবন মানব জাতির কল্যাণকামী ও আল্লাহ্ তা'লার বিধানের বাস্তব নমুনা। মানুষের জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্যে আল্লাহ্ তা'লার ঘোষিত ফরজ এবং ওয়াজিব বিধানের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বঃ)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের প্রাসঙ্গিক ও ব্যবহারিক সুন্নাত বা কর্মনীতিগুলো মুসলমান তথা গোটা মানবজাতির জন্য সুন্দর, সুশৃংখল ও রুচিশীল জীবন যাপনের ক্ষেত্রে একমাত্র অনুসরনীয় এবং অনুকরনীয় পাথেয়। নবীর সুন্নাত বা কর্মনীতির যথাযর্থ অনুসরণ ও অনুকরণ না করে আধুনিকতার নামে মানবতা বিধ্বংসী বিভিন্ন অপসংস্কৃতি যে আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ্ তা'লার সাথে বান্দার সম্পর্ক শুধু সাময়িক বা আপেক্ষিক নয়। বরঞ্চ সৃষ্টির সেরা হিসেবে তা সার্বক্ষনিক। তাই কখন কিভাবে তাঁকে স্মরণ করতে হবে, কিংবা কোন্‌টি তাঁর পছন্দনীয় বা কোন্‌টি তাঁর অপছন্দ সব কিছু আমাদের প্রিয় নবী (ছ্বঃ) অতীব সুন্দরভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করার জন্য আলকুরআনে ঘোষিত এবং নবী (ছ্বঃ) এর শেখানো দু'আগুলো যেমন বেশ অর্থবোধক, তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছ্বঃ)-এর ব্যবহারিক সুন্নাত বা কর্মগুলোও অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলো বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের অধিনে ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞ আলেমরা অধ্যয়ন করে এগুলো আমল করতে পারলেও ঐ সব হাদীছ অধ্যয়ন করে এগুলো আমল করা সর্ব সাধারনের জন্য তা সহজসাধ্য নয়। তাই সর্ব সাধারনের জন্য সহজ লভ্য করে আল কুরআন ও বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য এবং প্রমান্য হাদীছ গ্রন্থ থেকে এ দু'আ ও ব্যবহারিক সুন্নাতগুলো সংকলন করে স্বতন্ত্র দু'আ ও ব্যবহারিক সুন্নাতের এ বইটি রচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে কোন ব্যক্তি বিশেষ কিংবা হুজুর-বুজর্গের নিছক ব্যক্তিগত রচিত দু'আ বা ব্যবহারিক কোন আমলের স্থান দেয়া হয়নি। বরং প্রত্যেকটি দু'আ এবং মুনাজাত যা আল্‌কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবী (ছ্বঃ)-এর পবিত্র যবান মুবারক থেকে নিঃসৃত হয়েছে এবং ব্যবহারের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বঃ) যা করেছেন কিংবা যা বলেছেন তাই এ বইতে ধারণ করা হয়েছে এবং আল কুরআন ও যে সব হাদীছ গ্রন্থে এগুলো বিদ্যমান তার রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। বইয়ের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের দু'আগুলোর অধিকাংশই যেহেতু মুহ্‌তারাম আশ্‌শেখ মুহাম্মদ আলী আছ্ছাবূনীর রচিত "আলমুনতাক্বাল মুখতার মিন কিতাবিল আজ্‌কার" কিতাব থেকেই নেয়া হয়েছে, সেহেতু এ বইটির মূল লেখক হিসেবে তাঁরই নাম মুদ্রিত করা হয়েছে। পরিশেষে কথা হলো আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যদি কারো আমলে যিন্দেগীর ক্ষেত্রে সহায়ক হয়, তাহলে আশা করতে পারবো মহান আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এর জযায়ে খাইর।

বিনীত

আবুল কালাম আযাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

দৈনন্দিন জীবনে দু'আ ও ব্যবহারিক সুন্নাত

দৈনন্দিন জীবনে দু'আ ও ব্যবহারিক সুন্নাতের গুরুত্ব এবং ফদ্বীলতঃ

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সময়ে যে সব দু'আ পড়া সুন্নাত বা রাসূল (ছঃ) যে সব দু'আ পড়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য হলো, ঐ সময়ের পরিপেক্ষিতে ওসব দু'আগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করা কিংবা আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করা অথবা আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহয্য প্রার্থনা করা। এতে আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সম্পর্ক কাছাকাছি থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ

তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। (সূরা বাকারা)

তাওহীদ বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহ্কে স্মরণ করা আর না করার মধ্যে তুলনা দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) বলেছেন–

مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُهٗ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

যে ব্যক্তি তার প্রভুকে স্মরণ করে আর যে তাঁকে স্মরণ করেনা এদের পার্থক্য- জীবিত এবং মৃতের ন্যায়। (বুখারী,মুসলিম)

অর্থাৎ- মৃত ব্যক্তি যেমন আল্লাহ্কে ডাকতে পারেনা, তাঁকে স্মরণ করতে পারেনা, তাঁর নিকট কিছু চাইতেও পারে না, তেমনি কোন জীবিত ব্যক্তি জীবিত থেকেও যদি আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ না করে, তাঁকে না ডাকে, তাঁর কাছে কিছু না চায়, তাহলে মৃত এবং জীবিত ব্যক্তির মধ্যে আর পার্থক্য থাকেনা। তাই আল্লাহ্ তা'লার কাছে মৃত লাশের ন্যায় ঐ জীবিত ব্যক্তিরও কোন মূল্য হয়না। অথচ আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণকারী পুরুষ-স্ত্রী উভয়ের জন্য ক্ষমা ও পুরুস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ، اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

'এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌কে স্মরণকারী (স্ত্রী-পুরুষ), আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।' (সূরা আহযাব)

আর দৈনন্দিন ব্যবহারিক সুন্নাত হলো কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে সব পদ্ধতি বা ব্যবহারের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন তাই। এসব ব্যবহার বা পদ্ধতি অনুস্মরণের মধ্যে শুধু মানব জাতির মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা নয় বরং এতে মানবতার সঠিক বিকাশও হয়েছে। নবী রাসূলদের শিক্ষা বাদ দিলে মানুষ আর পশুর মধ্যে তেমন পার্থক্য থাকেনা। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব)

রাসূল (ছঃ) বলেছেন–

لَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ

যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত অর্থাৎ তোমাদের নবীর আদর্শ বা কর্মনীতি পরিহার কর তাহলে তোমরা অবশ্যই বিপথগামী হবে। (মুসলিম)

নবী রাসূলের সুন্নাত বা কর্মনীতিই হলো প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সঠিক এবং সর্বোত্তম আদর্শ। কারণ নবী যা বলেছেন কিংবা যা করেছেন সব আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই বলেছেন বা আল্লাহ্ তা'লার ইশারায় করেছেন। তাই রসূলুল্লাহ্ (ছঃ) বলেছেন– اِنِّيْ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا অর্থাৎ আমি প্রেরিত হয়েছি শিক্ষকরূপে।

সুতরাং রাসূলের শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা, যা মানুষের সর্বকালে, সর্ব যুগে, সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। রাসূল (ছঃ) এর সুন্নাত বা আদর্শের অনুসরন-অনুকরণ একদিকে যেমন ঈমানের অঙ্গ বা পরিপুরক, অপর দিকে সুন্দর এবং সুশৃংখল জীবন ও সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে একমাত্র পাথেয়।

দু'আ ও ব্যবহারিক সুন্নাত

নিদ্রা যাবার সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বিইস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহইয়া।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি। (বুখারী)

শোবার পর হাত মাথার নিচে রেখে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ক্বিনী 'আজা-বাকা-ইয়াওমা তাব্‌আ'চু ইবাদাকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা করিও যে দিন তোমার বান্দাদেরকে পূণর্জ্জীবিত করবে। (তিরমিযী)

ঘুম থেকে উঠার পর পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাজী-আহ্‌য়ানা বা'দা মা-আমাতানা-ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র শুকর, যিনি মৃত্যুর নিকটবর্তী করার পর আমাদের জীবিত করেছেন। শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব। (বুখারী)

নিদ্রা ও নিদ্রার পূর্বাপর প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- শয়নের পূর্বে তোয়ালে বা কোন কাপড় দ্বারা বিছানা ঝেড়ে নেয়া। (যাদুল মা'আদ)
- শয়নের সময় স্বাভাবিক গায়ের জামা-কাপড় খুলে রেখে সাধারণ হালকা জামা-কাপড় পরা। (যাদুল মা'আদ)
- শোবার সময় ঘরের দরজা বন্ধ রাখা এবং বন্ধ করার সময় আল্লাহর নামে বন্ধ করা (বুখারী)

- নিদ্রার সময় অধিকাংশ ডান পার্শ্ব কাত হয়ে নিদ্রা যাওয়া। (যাদুল মা'আদ)
- নাপাক শরীরে ঘুম যাবার সময় শরীরের নাপাক স্থান ধুয়েই অজু করে ঘুম যাওয়া। (যাদুল মা'আদ)
- ঘুম থেকে উঠার পর অজু করা। (বুখারী, মুসলিম)

নিদ্রার সময় যে সব কাজ নিষিদ্ধ

- শরীরের গুপ্ত অঙ্গের কাপড় খুলে যাবার আশংঙ্কা থাকে এমন ভাবে ঘুম যাওয়া। (যাদুল মা'আদ)
- চিৎ হয়ে শুয়ে এক পা খাড়া রেখে এর উপর অপর পা রাখা। (মুসলিম)
- উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা। (তিরমিযি)
- ঘেরাও বিহিন ছাদে ঘুমানো (তিরমিজী)
- এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো। (যাদুল মাআ'দ)
- বাতির ব্যবস্থা নেই এমন ঘরে ঘুমানো। (যাদুল মাআ'দ)
- ঘুমানোর সময় আগুনের বাতি জ্বালিয়ে রাখা। (বুখারী)

নিদ্রায় স্বপ্ন দেখার পর প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- সৎ স্বপ্ন হলো আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে, আর দুঃস্বপ্ন হলো শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং কল্যাণকর স্বপ্ন কল্যাণকামীর নিকট ছাড়া আর কাউকে না বলা। (মুসলিম)
- অকল্যাণকর স্বপ্ন দেখা হলে প্রথমে বাম দিকে তিনবার থুথু ছিটা এবং দুঃস্বপ্ন ও শয়তান থেকে "হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" এভাবে তিনবার আশ্রয় চাওয়া এবং দুঃস্বপ্ন কাউকে না বলা। (মুসলিম)
- স্বপ্ন দেখার সময় যে পাশ্বে ঘুমিয়ে ছিল সেই পাশ্ব পরিবর্তন করে শোয়া। (মুসলিম)

পায়খানা-প্রস্রাবখানায় যাবার সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজুবিকা মিনাল খুবছে ওয়াল খবা-ইছে।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার কাছে সব রকম শয়তানের অপবিত্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী, মুসলিম)

পায়খানা প্রস্রাবখানা থেকে বের হবার পর পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ الْاَذٰى وَعَافَانِىْ.

উচ্চারণঃ আল্‌হামদুলিল্লাহিল্লাজী-আজ্‌হাবা 'আন্নীল আজা ওয়া 'আফানী।

অর্থঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি কষ্ট দুর করেছেন এবং প্রশান্তি দিয়েছেন। (ইবনু মাজাহ্)

পায়খানা-প্রস্রাবের সময় প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- পায়খানা-প্রস্রাব করার সময় লোক চক্ষুর অন্তরালে করা। (আবুদাউদ)
- এমন স্থানে পায়খানা-প্রস্রাব করা যেখানে প্রস্রাবের ছিটা শরীরে বা গায়ে না লাগে। (আবু দাউদ)
- পায়খানা- প্রস্রাবে বসার নিকটবর্তী হবার পরেই সতর খোলা এর পূর্বে নয়। (তিরমিজী)
- পায়খানা-প্রস্রাবের পর পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা অর্থাৎ পাক-পরিস্কার হওয়া। আর পানি পাওয়া না গেলে টিলা অথবা ময়লা চুষে নিতে পারে এমন বস্তু দিয়ে এস্তেঞ্জা বা পাক পবিত্র হওয়া। (বুখারী, মুসলিম)
- পায়খানা-প্রস্রাবের পর মাটিতে ঘষে [কিংবা টয়লেট সাবান দিয়ে] হাত ধৌত করে উত্তমরূপে হাত পরিস্কার করা। (আবুদাউদ)

পায়খানা-প্রস্রাবের সময় যে সব কাজ নিষিদ্ধ

- লোক চলাচল কিংবা বসার স্থানে পায়খানা প্রস্রাব করা। (মুসলিম)
- পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কা'বা শরীফকে সামনে নিয়ে অথবা পিঠ দিয়ে বসা। (বুখারী, মুসলিম)
- পায়খানা-প্রস্রাবের পর ডান হাতে ময়লা পরিস্কার করা। (মুসলিম)
- দাড়িয়ে প্রস্রাব করা। (আহমদ, তিরমিজী)
- বদ্ধ পানিতে পেশাব করা। (বুখারী)
- কোন গর্তে বা শুড়ঙ্গে পেশাব করা। (আবু দাউদ)
- গোসল খানায় পেশাব করা। (তিরমিজী)
- পায়খানা-প্রসাবখানায় যাবার সময় আল্লাহর নাম লোখা সম্বলিত কোন জিনিস সাথে রাখা। (আবু দাউদ)

অজু এবং গোসলের শুরুতে পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমা-নির রাহীম।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি দয়াময়, মেহেরবান। (নাসায়ী)

[অজু-গোসলের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে তা মধ্য ভাগেও বলা যাবে]

অজুর মধ্যে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ، وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ، وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্‌লী জাম্‌বী ওয়া ওয়াস্‌সি'লী ফী-দারী, ওয়া বা-রিক লী ফী- রিযক্বী।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ মা'ফ করে দাও, আমার জন্য আমার বাসস্থান প্রশস্ত করে দাও এবং আমার রিযিকে বরকত দাও। (নাসায়ী)

অজু এবং গোসলের শেষে পড়ার দু'আ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

উচ্চারণঃ আশ্‌হাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্ দাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মা জা'আলনী মিনাত তাওয়্যা-বীনা ওয়াজ্বা'আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীনা।

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ছ্বঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে বেশী বেশী তওবাকারী এবং পাক-পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে শামিল কর। (মুসলিম, তিরমিযী)

অজু-গোসলের পূর্বাপর প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- অজু করার পূর্বে মিসওয়াক করা-দাঁত মুখ পরিস্কার করা। (আহমদ, আবুদাউদ)
- অজুর শেষে তোয়ালে বা রুমাল দ্বারা হাত মুখ মুছে ফেলা। (তিরমিজী)
- লোক চোখে গোসল করার সময় পর্দার আড়ালে, গোসল করা, (বুখারী)

খানা সামনে আনা হলে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বা-রিক লানা ফী-মা- রাযাক্বতানা, ওয়াক্বিনা 'আজাবান্নারি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি যা রিযিক দান করেছ তাতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা কর। (ইবনুস্সিনী)

খাওয়ার শেষে পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাজী আত্ব'আমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া জ্বা'আলানা মিনাল মুসলিমীনা।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। (তিরমিজি, আবুদাউদ)

সাধারণ খানা এবং পানীয় শেষে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ، وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বা-রিক লানা ফীহি, ওয়া আত্বইমনা খায়রাম্ মিন্‌হু।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং এর চেয়ে আরো উত্তম খানা আমাদেরকে প্রদান করো। (আবুদাউদ)

দুধপান শেষে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বা-রিক লানা ফীহি, ওয়াযিদ্‌না মিনহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং এর চেয়ে আরও বেশী

(খাওয়ার) তওফিক দাও। [এখানে দুধ পানের ক্ষেত্রে সাধারণ খানা ও পানীয় থেকে একটু ব্যতিক্রম ভাবে "এর চেয়ে আরো বেশী খাওয়ার তওফিক দিন" বলা হয়েছে এজন্যে যে, দুনিয়ার মধ্যে দুধের চেয়ে উত্তম কোন পানীয় আর নেই]। (আবুদাউদ)

পানি পানকারীর প্রতি দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আত্ব'ইম মান আত্বআ'মানী, ওয়াসক্বি মান সাক্বানী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে যে খাওয়ালো তুমি তাকে খানা প্রদান কর এবং যে আমাকে পান করালো তুমি তাকে পান করাও। (ইবনুসসিনী)

খানা ও হাদিয়া প্রদানকারীর প্রতি দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বা-রিক লাহুম ফী-মা-রাযাক্বতাহুম, ওয়াগফিরলাহুম, ওয়ারহাম্‌হুম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যা দান করেছ তাতে তুমি বরকত দাও এবং তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও ও তাদের প্রতি দয়া কর। (মুসলিম)

খাওয়ার শুরুতে "বিস্‌মিল্লাহ্" বলতে ভুলে গেলে তার পরিবর্তে পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ.

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি আওয়্যালুহু ওয়া আ-খিরুহু।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি খানার শুরুতে এবং খানার শেষেও। (আবুদাউদ)

পানাহারের প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- খাবার শরুতে "বিস্‌মিল্লাহ্" বলে খানা শুরু করা। (বুখারী)
- খাবার পূর্বাপর হাতমুখ ধোয়া। (তিরমিজী, আবুদাউদ)
- খানার পাত্র থেকে নিজের সন্মুখ হতে খাওয়া। (বুখারী)
- খাবার সময় পায়ের জুতা খোলে রাখা। (মেশকাত)

- খাবার সময় খাদ্যবস্তু নিচে পড়ে গেলে তা তুলে নিয়ে পরিস্কার করে খেয়ে ফেলা। (ইবনু মাজাহ্)
- পৃথক পৃথকভাবে খাওয়ার চেয়ে একসাথে মিলে খাওয়া। (ইবনু মাজাহ্)
- খাদ্য পাত্রের তলচাট (নিচে লেগে থাকা) অংশ চেটে খাওয়া। (তিরমিজী)
- খাবার সময় অন্য কেউ উপস্থিত হলে তাকেও খেতে বলা। (ইবনু মাজাহ)
- খাদ্য দ্রব্য মেপে ব্যবহার করা। (বুখারী)
- খাদ্য বা পানীয়ের উপর ঢাকনা ব্যবহার করা। (বুখারী, মুসলিম)
- খানা পরিবেশনকারী সবার শেষে খাওয়া শেষ করা। (ইবনু মাজাহ্)
- বেশী লোক একত্রে খাবার সময় ব্যাজ ব্যাজ করে খাওয়া। (বুখারী)
- মালিক কর্মচারী একসাথে খাওয়া (বুখারী)
- খাবার পর ভাল করে হাত পরিস্কার করা। (তিরমিজী, আবুদাউদ)
- যে কোন পানীয় অল্প অল্প করে পান করা অন্ততঃ তিন ঢোকে পান করা। (বুখারী)
- খানা ও পানীয়ের সময় ডান হাত ব্যবহার করা। (বুখারী, মুসলিম)
- জম-জমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা। (বুখারী)
- দুধ পান করার পর কুল্লি করা। (বুখারী)
- পানীয় জিনিস পান করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলা এবং পান শেষে আল্‌হামদু লিল্লাহ্ বলা। (তিরমিজী)
- সন্মলিতভাবে পানাহারের সময় ডান দিক থেকে খানা বা পানীয় পরিবেশন করা। কোন কারণে বাম দিক থেকে পরিবেশন করতে হলে ডান দিকের ব্যক্তি থেকে অনুমতি নিয়েই বাম দিক থেকে পরিবেশন করা। (বুখারী)
- সম্মিলিত পানাহারের সময় যে ব্যক্তি পরহেজগার ও প্রবীন তার দ্বারা পানাহার শুরু করা। (মুসলিম)
- রাত্রে পানাহারের পাত্র আল্লাহর নামে ঢেকে রাখা এবং খালি পাত্র উপুড় করে রাখা। (বুখারী, শরহে সুন্নাহ)

পানাহারের সময় যে সব কাজ নিষিদ্ধ

- পানাহারের সময় বাম হাতে পানাহার করা। (মুসলিম)
- হেলান দিয়ে খাওয়া। (বুখারী)
- দাড়িয়ে পান করা। (মুসলিম)
- সোনা ও রূপার প্লেট বা পাত্রে পানাহার করা। (বুখারী)
- পানীয় বস্তুতে নিঃশ্বাস বা ফুঁ দেয়া। (আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ্)
- ভাঙ্গা পাত্রের ভঙ্গ স্থান দিয়ে পান করা। (আবু দাউদ)
- পানাহারে অপব্যয় করা। (নাসায়ী)
- খানা ও পানীয়ের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কারো খানা বা পানীয়ে সামনে লৌকিকতার কারণে মিথ্যা বলা। (ইবনু মাজাহ্)
- আহার শেষে সাথে সাথে শুয়ে পড়া। (যাদুল মা'আদ)

নতুন ফল হাতে পাবার পর পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهُ اَرِنَا اٰخِرَهُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা কামা-আরাইতানা আওয়্যালাহু আরিনা আ-খিরাহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আপনি যেমন আমাদেরকে এ ফলের শুরু দেখিয়েছেন, তেমনি এর শেষও দেখান। (যাদুল মা'আদ)

পোশাক পরিধান করার সময়ের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِمَا هُوَ لَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّمَا هُوَ لَهٗ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন খায়রিহি ওয়া খায়রা মা হুয়া লাহু, ওয়া আ'উজুবিকা মিন শার্‌রিহি ওয়া শার্‌রি মা-হুয়া লাহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ কামনা করি যা এতে রয়েছে। এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এর অকল্যাণ থেকে, যা তাতে রয়েছে। (ইবনুসসিনী)

পোশাক খোলার সময়ের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ.

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহিল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া।

অর্থঃ আল্লাহর নামে (খুলছি), যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। (ইবনুসসিনী)

নতুন পোশাক পরিধান করার সময়ের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ.

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী কাসানী মা উয়ারী বিহি 'আওরাতী ওয়া আতাজ্বাম্মালু বিহী ফী-হায়াতী।

অর্থঃ সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ পোশাক পরিধান করার

তওফিক দিলেন, যদ্বারা আমি আমার শরীর আবৃত করি এবং যার সাহায্যে আমি আমার জীবনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করি। (তিরমিযি)

পোশাক পরিধানের প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- পোশাক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। (মাদারেজুন নবূয়ত)
- নিয়মিত পরার কাপড় ছাড়াও সামর্থ থাকলে জুমু'আর নামাযের জন্য অতিরিক্ত এক জোড়া পোশাক রাখা। (আবু দাউদ)
- মাথায় পাগড়ী বাঁধা এবং মাথায় টুপি পরা। (বায়হাক্বী, তিরমিজী)
- পায়ে জুতা-সেন্ডেল পরা। (মুসলিম)
- জুতা পরার সময় ডান পায়ে আগে দেয়া, আর জুতা খোলার সময় বাম পা আগে বের করা। (বুখারী)
- মসজিদে যাবার সময় সাদা পোশাক পরা। (ইবনু মাজাহ)
- পোশাক পরিধানের সময় ডান দিক থেকে পরা শুরু করা। (তিরমিজি)
- পোশাকের মধ্যে কামিছ্ব অর্থাৎ লম্বা ধরনের জামা পরিধান করা। (শামায়েলে তিরমিজী)
- অপব্যয় ও অহংকার ব্যতীত (সামর্থ থাকলে) উত্তম বা শ্রেষ্ঠ পোশাক পরা। (বুখারী, আহমদ)
- পোশাকের মধ্যে সাধা পোশাকই উত্তম। (ইবনু মাজাহ)

যেভাবে পোশাক পরা কিংবা যে সব পোশাক পরা নিষিদ্ধ

- পায়ের গিঁটের বা গোড়ালীর নিচে লুঙ্গী, পাজামা বা প্যান্ট পরা। (বুখারী)
- পুরুষের জন্য যে কোন রকমের সোনা এবং রেশমের পোশাক পরা। (বুখারী)
- পুরুষের হাতে সোনার আংটি কিংবা গলায় সোনার চেইন পরা। (বুখারী, আবুদাউদ)
- পুরুষদের লাল ও হলুদ বর্ণের কাপড় পরা। (বুখারী, তিরমিজী)
- পোশাকের সাজসজ্জায়, কিংবা বেশভূষায় পুরুষ নারীর বেশ এবং নারী পুরুষের বেশ ধারণ করা। (বুখারী)
- এক পায়ে জুতা-সেন্ডেল দিয়ে চলা-ফেরা করা। (বুখারী)

আয়না দেখার সময় পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ.

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লাহি, আল্লাহুম্মা কামা হাস্‌সান্‌তা খালক্বী ফাহস্‌সিন খুলুক্বী।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, হে আল্লাহ! যেভাবে তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছ অনুরূপ ভাবে আমার চরিত্রকে সুন্দর করে দাও। (ইবনুসসিনী)

ঘর থেকে বের হবার সময়ের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আ'লাল্লাহি লা-হাওলা ওয়ালা-কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে বের হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আল্লাহ ব্যতীত আমার কোন উপায় এবং শক্তি নেই। (আবুদাউদ)

ঘরে প্রবেশ করার সময়ের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী-আস্‌আলুকা খাইরাল মাওলাজি ওয়া খায়রাল মাখ্‌রাজি, বিস্‌মিল্লাহি ওয়ালাজ্‌না-ওয়া বিস্‌মিল্লাহি খারাজ্‌না-ওয়া আ'লাল্লাহি রাববানা তাওয়াক্কালনা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঘরে আগমন ও নির্গমনের কল্যাণ চাই, তোমার নামেই আমরা ঘরে প্রবেশ করি ও বের হই। এবং আমাদের রব আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছি। (আবুদাউদ)

ঘর থেকে বের হবার এবং ঘরে প্রবেশ করার সময় প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- ঘর থেকে বের হবার সময় ঘরের লোকজনকে সালাম দিয়ে বের হওয়া। (বায়হাকী)
- ঘরে প্রবেশের পূর্বে সতর্কতার লক্ষ্যে গলা ঝাড়া দেয়া কিংবা দরজার কড়া নেড়ে [অথবা কলিং বেল দিয়ে] সংকেত দেয়া। (নাসায়ী)
- ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ করা। (বায়হাকী)

স্থল পথে যানবাহনে আরোহণের দু'আ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লাজী সাখ্‌খারা লানা হা-জা- ওয়ামা কুন্‌না লাহু মুক্বরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্‌ব্বিনা-লামুনক্বালিবুন।

অর্থঃ মহান পবিত্র তিনি, যিনি আমাদের জন্য এটাকে অধীন-নিয়ন্ত্রিত বানিয়ে দিয়েছেন, নতুবা আমরা তো এটাকে বশ করতে সক্ষম ছিলাম না। একদিন আমাদেরকে আমাদের প্রভুর নিকট অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। (মুসলিম)

জলপথে যানবাহনে আরোহণের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ.

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি মাজ্‌রেহা ওয়া মুরসা-হা ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর রাহীম।

অর্থঃ আল্লাহর নামে এর গতি এবং স্থিতির উপর আরোহণ করলাম। নিঃসন্দেহে আমার প্রভু অত্যন্ত মার্জনাকারী ও দয়াবান। (ইবনুস্‌সিনী)

যানবাহনে আরোহনের সময় প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- যানবাহনের উঠার সময় "বিছমিল্লা" বলে পা রাখা। (তিরমিজী)
- যানবাহনে উঠার পর স্থির হলে কিংবা বসার পর "আলহামদু লিল্লাহ্" বলা তার পর আরোহনের ঐ দু'আটি পড়া। (তিরমিজী)
- ঐ দু'আ পড়ার পর তিনবার "আল্‌হামদু লিল্লাহ" বলা এবং তিনবার আল্লাহু আক্‌বার" বলা। (তিরমিজী)
- সর্ব শেষে এ দু'আ পাঠ করা "সুবহা-নাকা ইন্নী জালাম্‌তু নাফ্‌সী জুলমান কাছিরান ফাগফিরলী ইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুজ্জুনূবা ইল্লা আনতা। (তিরমিজী)

বাজারে প্রবেশের সময় পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً.

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি- আল্লাহুম্মা ইন্নি আস-আলুকা খায়রা হা-জিহিস্‌সূক্বি ওয়া খায়রা মা-ফীহা; ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্‌রিহা ও শার্‌রি মা-ফীহা; আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজুবিকা আন উছীবা ফীহা ছুফক্বাতানর খা-সিরাহ।

অর্থঃ আমি আল্লাহর নামে (বাজারে প্রবেশ করছি) হে আল্লাহ! আমি এ বাজারে

কল্যাণ কামনা করছি এবং এতে যা (সামগ্রী) আছে তার কল্যাণ। এবং তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বাজার ও বাজার সামগ্রীর মন্দ থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বাজারে কোন লোকসানজনক বেচা-কোনা থেকে। (বায়হাক্বী)

রোগী দেখার সময় পড়ার দু'আ

اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سُقْمًا.

উচ্চারণঃ আজ্হিবিল বা-সা রাব্বান্না-সি ওয়াশ্ফি, আনতাশ্শা-ফী লা-শিফা-আ ইল্লা শিফাউকা শিফা-আন লা ইয়ুগা-দিরু সুক্বমান।

অর্থঃ হে মানব কুলের রব! এ বান্দার কষ্ট দূর করে দাও এবং রোগ মুক্ত করে দাও। তুমিই একমাত্র রোগ থেকে মুক্তি দাতা। তোমার শেফা ব্যতীত আর কোন শেফা নেই। এমন ভাবে রোগ নিরাময় করে দাও, যেন কোন রোগের প্রভাব না থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

রোগী দেখার সময়ে প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- রোগী দেখতে গেলে রোগীর নিকট বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করা [রোগী কাউকে বসতে ভালবাসলে তা ভিন্ন]। (বায়হাক্বী)
- রোগীর জন্য দু'আ করা। (বুখারী)
- রোগীকেও দু'আ করতে বলা দর্শনকারীর জন্য। (ইবনু মাজাহ্)
- মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করা। (মুসলিম)
- রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট উত্তম কথা বলা। (মুসলিম)
- কোন রোগী কিছু খেতে ইচ্ছা করলে তাকে তা খাওয়ানো। (ইবনু মাজাহ্)
- মৃত ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করা। (আবুদাউদ)

আকাশে মেঘ হলে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজুবিকা মিন শাররি মা-ফী-হি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ মেঘের মধ্যে যে অনিষ্ট রয়েছে তা থেকে। (বুখারী)

প্রবল বায়ু ও ঘূর্ণিঝড়ের সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَّلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَّلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইজ্'আলহা রাহ্মাতান ওয়া লা-তাজ্'আলহা আজাবান; আল্লাহুম্মা ইজ্'আলহা রিয়াহান ওয়া লা-তাজ্'আলহা রী-হান।

অর্থঃ হে আল্লাহ! এ বায়ুকে রহমত করে দাও, একে ধ্বংসের কারণ বানিওনা। হে আল্লাহ! এ বায়ুকে রহমতে রূপান্তর করে দাও একে অভিসম্পাতে পরিণত করো না। (মুসনাদে শা'ফী)

বিদ্যুৎ চমকানোর সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা-তাক্বতুলনা-বিগাজাবিকা ওয়ালা- তুহলিকনা-বি'আজা-বিকা ওয়া 'আফিনা-ক্বাব্লা জা-লিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার অভিসম্পাত দিয়ে বিলুপ্ত করোনা, এবং তোমার শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করো না, এর পূর্বেই আমাদেরকে নিরাপত্তা দান কর। (তিরমিজী)

বৃষ্টি বর্ষণের সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাইয়্যিবান না-ফিআন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! (আমাদের জন্য) কল্যাণকর উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর। (বুখারী)

অনাবৃষ্টির সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাস্ক্বি ই'বাদাকা ওয়া বাহীমাতাকা ওয়ানশুর রাহ্মাতাকা ওয়া আহ্য়ী বালাদাকাল মাইয়্যিতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এবং তোমার (সৃষ্ট) প্রাণীকুলকে পানি দান কর এবং তোমার রহমত বর্ষণ কর। (অনাবৃষ্টির কারণে) মৃতপ্রায় তোমার জনপদগুলোকে (বৃষ্টি দিয়ে) প্রাণ দান কর। (আবুদাউদ)

অতিবৃষ্টির সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা 'আলাইনা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের উপর আর নয়, আমাদের পরিপার্শ্বের (যাদের প্রয়োজন তাদের) উপর। (বুখারী)

হাঁচির পরে পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লাহি।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

হাঁচির দু'আর উত্তরে শ্রবণকারীর দু'আ

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ.

উচ্চারণঃ ইয়ার্‌হামুকাল্লা-হু।

অর্থঃ আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন।

হাঁচি শ্রবণকারীর দু'আর উত্তরে হাঁচি দাতার দু'আ

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

উচ্চারণঃ ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউছ্‌লিহু বা-লাকুম।

অর্থঃ আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত করুন এবং তোমার অবস্থা সঠিক রাখুন। (বুখারী)

হাঁচি এবং হাই এর প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- হাঁচির সময় নিজের হাত দিয়ে কিংবা কাপড়-রুমাল দিয়ে মুখমন্ডল ঢেকে রাখা এবং হাঁচির শব্দ চেপে রাখার চেষ্টা করা। (তিরমিজী, আবুদাউদ)
- হাই আসলে স্বীয় হাত দ্বারা নিজের মুখ বন্ধ করে রাখা। (মুসলিম)

অসচ্ছল অবস্থা থেকে মুক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আক্‌ফিনী বিহালালিকা আন্ হারা-মিকা ওয়া আগ্‌নিনী বিফাদ্বলিকা আম্মান সিওয়াকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে হালাল পথে এ পরিমাণ রিযিক দান কর যা আমার জন্য যথেষ্ট হয় আর হারাম রোজগারের যাতে প্রয়োজন না হয়। এবং আমাকে সচ্ছল করে দাও তোমার অনুগ্রহের দ্বারা যাতে তুমি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি নির্ভর করতে না হয়। (তিরমিজী)

দুশ্চিন্তা দূর ও ঋণ মুক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুয্‌নি, ওয়া আ'উজুবিকা মিনাল আজ্‌যি ওয়াল কাসালি ওয়া আ'উজুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়াল বুখলি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন গালাবাতিদদায়নি ওয়া ক্বাহরির রিজ্বালি।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে আশ্রয় চাই, এবং আশ্রয় চাই দুর্বলতা ও অলসতা থেকে; আরও আশ্রয় প্রার্থনা করি, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাই ঋণের বোঝা ও মানুষের (পাওনাদারদের) ক্ষোভ থেকে। (আবুদাউদ)

চিন্তা বা অস্থিরতার সময় পড়ার দু'আ

يَا حَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ.

উচ্চারণঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু বিরাহ্‌মাতিকা আস্‌তাগীছু।

অর্থঃ হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী! তোমার অনুগ্রহের আমি সাহায্য প্রার্থনা করি। (তিরমিযি)

শোক অথবা দুঃখের সময় পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

উচ্চারণঃ আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি 'আলা কুল্লি হা-লিন।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র প্রশংসা কৃতজ্ঞতা সর্বাবস্থায়। (ইবনুন নাজ্জার)

বিপদাপদের আশংকার সময় পড়ার দু'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুব্‌হানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনাজ্‌জালিমীন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই (যার কাছে দয়া, ক্ষমা ও সাহায্য চাওয়া যায়) তুমি পাক-পবিত্র। আমিই জালিম, পাপী। (তিরমিজী)

বিপদ কিংবা মৃত্যুর খবর শুনলে পড়ার দু'আ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا.

উচ্চারণঃ ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউ'ন আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখ্‌লিফ লী খাইরান মিনহা।

অর্থঃ আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই প্রতি আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আল্লাহ্‌! প্রতিফল দাও আমাকে আমার এ বিপদে এবং উত্তম বিনিময় দাও আমাকে এটা অপেক্ষা। (মুসলিম)

প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরুরিহিম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে শত্রুদের মোকাবেলায় পেশ করছি তুমি ওদেরকে পরাজিত কর, আমরা ওদের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ)

বিপদে পতিত হলে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاَصْلِحْ لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهٗ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাহ্‌মাতাকা আরজু ফালা-তাকিলনী ইলা নাফ্‌সী ত্বরফাতা 'আইনি ওঁয়া আছ্‌লিহ্ লী শা-নী কুল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত কামনা করছি। তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের উপর ছেড়ে দিওনা বরং তুমি নিজেই আমার সমস্ত ব্যাপার সঠিক করে দাও। তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ-বা বিপদ থেকে রক্ষকারী নেই। (আবুদাউদ)

বিপদগ্রস্থকে দেখে পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাজী 'আ-ফা-নী মিম্মাবতালাকা বিহী, ওয়া ফাদ্দ্বালানী 'আলা-কাছীরিম্‌মিম্মান খালাকা তাফদ্বীলা।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তোমাকে যে বিপদে পতিত করেছেন তা থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন এবং আমাকে তার সৃষ্টির বহু জিনিস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছেন। (তিরমিজী)

সফরে যাওয়ার সময়ের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না-নাস্‌আলুকা ফী সাফারিনা হা-জাল্‌বির্‌রা

ওয়াত্‌ত্বাকওয়া ওয়া মিনাল আমালি মা-তারদ্বা, আল্লাহুম্মা হওবিন 'আলায়না সাফারানা হাজা ওয়া আত্বি'না বু'দাহ আল্লাহুম্মা আনতাচ্ছাহিবু ফী-সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফীল আহলি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজুবিকা মিন ওয়া ছাইস্‌সাফারি ওয়া কা-বাতিল মান্‌জারি ওয়া সূ-ইল মুনক্বালাবি ফীল মা-লি ওয়াল আহ্‌লি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট এই সফরে পূণ্য ও সংযম চাই, আর চাই এমন কর্ম যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরকে আমাদের উপর সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই সফরের সাথী পরিবারের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট, মন্দ দৃশ্য এবং ধন-মাল ও পরিবারের অশুভ পরিবর্তন থেকে। (মুসলিম)

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ের দু'আ

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সফরের দু'আর সাথে নিম্নের এই অংশটি বৃদ্ধি করে পড়তে হবে।

آئِبُوْنَ، تَآئِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

উচ্চারণঃ আ-ই বুনা, তা-ই বুনা, 'আবিদূনা, লিরাব্‌ব্বিনা হা-মিদূনা।

অর্থঃ আমরা প্রত্যাবর্তন করি তৌবাকারী, ইবদতকারী, এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী রূপে। (মুসলিম)

সফরে বের হবার পূর্বে ও প্রত্যাবর্তনের সময় প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- সফরে বের হবার পূর্বে বাসা-বাড়ীতে দু'রাকাত [নফল] নামায পড়া। (ত্বিবরানী)
- সফরের প্রয়োজন পুরা হয়ে গেলে অনতি বিলম্বে নিজের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসা। (বুখারী, মুসলিম)
- সফর থেকে ফিরে আসার সময় বাসা-বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে নিকটস্থ মসজিদে গিয়ে প্রথমে দু'রাকা'ত [নফল] নামায পড়া। (বুখারী)
- সফরে সঙ্গী গ্রহণ করা এবং তিনজনের মধ্যে অন্ততঃ একজনকে আমীর বা নেতা মনোয়ন করা। (আবুদাউদ)
- গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর সামর্থ অনুযায়ী সাক্ষাৎকারীদেরকে মেহমানদারী করা। (বুখারী)

কোন লোকালয়ে প্রবেশ করার সময়ের দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا، اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহা, আল্লাহুম্মা উর্‌যুকূনা জ্বানাহা ওঁয়া হাব্বিবনা ইলা আহ্‌লিহা ওয়া হাব্বিব ছালিহী আহ্‌লিহা ইলাইনা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ লোকালয়কে কল্যাণময় করে দাও। হে আল্লাহ! এ লোকালয়ের ভাল ফসল থেকে আমদের জীবিকার ব্যবস্থা কর। এ জনপদের লোকদের অন্তরে আমাদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও এবং তাদের মধ্যে যে সব সৎ লোক রয়েছে আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও। (ত্বিবরানী)

কোন স্থানে অবস্থান কালের দু'আ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণঃ আ'উজু বিকালেমাতিল্লাহিত্‌তাম্মাতি মিন শাররে মা খালাক্বা।

অর্থঃ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম)

কোন লোককে বিদায় দেয়ার সময়ের দু'আ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ، وَاَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

উচ্চারণঃ আসতাউদিউ'ল্লা-হা দীনাকা ওয়া আমানাতাক, ওয়া খাওয়াতীমা আ'মালিকা।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উপর সোপর্দ করছি তোমার দীনকে, তোমার আমানত এবং তোমার শেষ কার্যকলাপকে (আবুদাউদ)

সৈনিকদেরকে যুদ্ধে বিদায় দেয়ার সময়ের দু'আ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ.

উচ্চারণঃ আসতাউদিউ'ল্লাহা দীনাকুম, ওয়া আমা-নাতাকুম, ওয়া খাওয়াতীমা আ'মালিকুম।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উপর সোপর্দ করছি তোমাদের দীনকে, তোমাদের আমানত এবং তোমাদের শেষ কার্যাবলিকে। (তিরমিযী)

অন্যায় বিতাড়িত করার সময়ের দু'আ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

উচ্চারণঃ জ্বা-আলহক্কু ওয়া যাহাক্বাল বাতিলু ইন্নাল বা-ত্বিলা কা-না যাহুক্বা। জ্বা-আল হাক্বু ওয়া মা ইয়ুব্দিউল বাত্বিলু ওয়ামা ইয়ুঈদু।

অর্থঃ সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যা অবশ্যই হয় ক্ষয়মান। হক্ব সমুপস্থি, বাতিল আর কোন কিছুই করতে পারবেনা। (বুখারী, মুসলিম)

আলোচনা বৈঠক শেষে পড়ার দু'আ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণঃ সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা আশ্হাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার প্রবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার কাছে তওবা করি। [উক্ত সময় এ দু'আ পড়া হলে মজলিস বা বৈঠকে অপ্রয়োজনীয় অথবা অতিরিক্ত কথায় কোন দোষ হয়ে গেলে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে]। (তিরমিযী, বায়হাকী)

ভাল কাজের পরিবর্তে দু'আ

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا.

উচ্চারণঃ জ্বাযাকাল্লা-হু খায়রান।

অর্থঃ আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন। (এ দু'আ মুসলমানের জন্য)। (তিরমিযী)

অমুসলিমের ভাল কাজের পরিবর্তে দু'আ

جَمَّلَكَ اللّٰهُ.

উচ্চারণঃ জ্বাম্মালাকাল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহ তোমাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করুন। (ইবনুসসিনী)

নতুন চাঁদ দেখে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াসসালা-মাতি ওয়াল ইসলামি, রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লা-হু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি এ চাঁদকে উদয় কর আমাদের প্রতি নিরাপত্তা ও ঈমান, শান্তি এবং ইসলামের সাথে। আমার রব এবং তোমার (চাঁদের) প্রভু আল্লাহ্।

রজব মাসের শুরুতে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী রাজ্বাবা ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগনা রামদ্বা-না।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্য রজব ও শা'বান মাসে বরকত নাযিল কর এবং আমাদেরকে রমযান মাসে পদার্পণ করাও। (ইবনুস্সিনী)

লায়লাতুল ক্বাদ্‌রে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'অফু 'আন্নী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমিই (পাপীকে) ক্ষমাকারী, ক্ষমা করে দেয়াকে তুমি ভালবাস। সুতরাং আমার থেকে পাপকে মুছে দাও। (তিরমিজী)

ইফতারের শুরুতে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া 'আলা রিযক্বিকা আফ্ত্বারতু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোজা রেখেছি এবং তোমার দেয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করছি বা রোজা খুলছি। (আবুদাউদ)

ইফতারের শেষে পড়ার দু'আ

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

উচ্চারণঃ জাহাবাজজমা-উ ওয়াবতাল্লাতিল 'উরোকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ্।

অর্থঃ পিপাসা চলে গেল, রগ-রেশ ঠিক হয়ে গেল এবং আল্লাহ্ চাইলে প্রতিদানও অবশ্যই মিলবে। (আবুদাউদ)

আজানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ

نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَهٗ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রব্বা হাজিহিদ দা'ওয়াতি-তাম্মাতি ওয়াচ্ছালাতিল ক্বা-ইমাতি, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদ্বীলাতা ওয়াব আছ্হু মাক্বামাম মাহমুদানি, আল্লাজী ওয়া'দতাহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! এই পরিপূর্ণ দা'ওয়াত এবং আসন্ন নামাযের প্রভু! হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) কে তুমি ওয়াসীলা ও ফদ্বীলাত দান কর এং তাঁকে সে মক্বামে মাহমুদে অধিষ্টিত কর যার প্রতিশ্রুতি তুমিই তাঁকে দিয়েছো। (বুখারী)

মাগরিবের আজানের সময়ের দু'আ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِىْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা হা-জা-ইক্ববালু লায়লিকা ওয়া ইদবারু নাহা-রিকা ওয়া আছ্বওয়াতু দু'আ-তিকা ফাগ্‌ফিরলী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! এটা তোমার রাতের আগমন ও তোমার দিনের প্রান্তসীমা এবং তোমার দা'ওয়াতের ধ্বনি। অতএব, আমাকে এ সময় ক্ষমা করে দাও। (আবুদাউদ)

মসজিদে প্রবেশ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও। (মুসলিম)

মসজিদ থেকে বের হবার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফাদ্বলিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি। (মুসলিম)

মসজিদে প্রবেশ ও বের হবার সময়ের প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বের হবার সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে বের হওয়া। (বুখারী)
- মসজিদে প্রবেশ করার পর বসার পূর্বেই প্রথমে (মসজিদের সম্মানে) দুই রাকা'ত নামায পড়া। [জামাতের সময় হাতে থাকলে এবং নিষিদ্ধ সময় না হলে] (বুখারী)

ইক্বামতে 'হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ্' বলার সময়ের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مُفْلِحِيْنَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ্ব 'আলনা মুফ্‌লিহীনা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে কামিয়ারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর। (ইবনুসসিনী)

ইক্বামতে 'ক্বাদক্বামাতিছ্ব ছ্বালাহ্' বলার সময়ের দু'আ

أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا.

উচ্চারণঃ আক্বা-মাহাল্লাহু ওয়া আদা-মাহা।

অর্থঃ আল্লাহ্ এই নামাযকে কায়েম করেছেন আর তা সব সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখুন। (আবুদাউদ)

নামাযে দু'সিজদার মধ্যে বসার সময়ের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ারহাম্‌নী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া 'আফিনী ওয়ারযুক্বনী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে সৎপথ দেখাও এবং আমাকে নিরাপদ রাখ আর আমাকে রুজি দান কর। (আবুদাউদ)

দু'আ মাছূরা

(নামাযে তাশাহহুদ ও দরূদের পরে পড়ার দু'আ)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ،

فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী জালামতু নাফ্‌সী জুল্‌মান কাছীরান ওয়ালা-ইয়াগফিরুজ্জুনূবা ইল্লা আন্‌তা ফাগ্‌ফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা, ওয়ারহাম্‌নী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর বেশী বেশী জুলুম করেছি। তুমি ছাড়া আর কেউ অপরাধ ক্ষমাকারী নেই। সুতরাং তুমি আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দাও তোমার

পক্ষ থেকে, এবং তুমি আমাকে রহম কর, তুমিই একমাত্র ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। (বুখারী, মুসলিম)

ফরজ নামাযের শেষে তাকবীর ও এস্তেগফার

اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার।

আস্‌তাগফিরুল্লাহ, আস্‌তাগফিরুল্লাহ, আস্‌তাগফিরুল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়।

আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই (তিনবার)। (আলমুনতাকাল মুখতার)

ফরজ নামাযের পরে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্‌সালাম ওয়ামিন্‌কাস্‌সালাম তাবা-রাক্‌তা ইয়া জাল জ্বালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমিই শান্তির প্রতীক, তোমার থেকেই শান্তি ধারা প্রবাহিত হয়। তুমি নেহায়েত বরকতপূর্ণ, হে সম্মান ও করুনার মালিক। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা জিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি 'ইবাদাতিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তওফিক দাও তোমার স্মরণ, তোমার কৃতজ্ঞতা এবং তোমার উত্তম ইবাদত করার জন্য। (আবুদাউদ, নাসায়ী)

দু'আ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না-নাস্‌তা'ঈনুকা, ওয়া নাস্‌তাগফিরুকা, ওয়া নু'মিনুবিকা, ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা, ওয়া নুছনী আলাইকাল খায়রা। ওয়া নাশ্‌কুরুকা, ওয়ালা-নাকফুরুকা, ওয়ানাখলা'উ ওয়া নাত্‌রুকু মাইয়াফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুছাল্লী, ওয়া ইলায়কা নাস্'আ ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নারজু রাহ্‌মাতাকা ওয়া নাখ্‌শা 'আজাবাক ইন্না 'আজাবাকা বিল কুফ্‌ফারি মূলহিক্ব।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তোমাকে বিশ্বাস করি ও তোমার উপর ভরসা রাখি তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, তোমাকে অস্বীকার করিনা, তোমার যারা নাফরমানি করে তাদেরকে আমরা পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত-দাসত্ব করি, তোমার জন্যই নামাজ পড়ি এবং সিজদায় অবনত হই। আমরা তোমার রহমতের আশা পোষণ করি এবং তোমার আজাবকে ভয় করি, অবশ্যই তোমার আজাব কাফেরদের জন্য ন্যস্ত।

[এই দু'আটি হানাফী মাজহাবের ইমামগণ হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বিতরের নামাযে পড়ার জন্য গ্রহণ করেছেন] (আল মুনতাক্বাল মুখতার)

তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য রাত্রে উঠলে পড়ার দু'আ

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শরীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়ীন ক্বাদীর। ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। এই বিশ্ব ভ্রমান্ডের সার্বভৌমত্ব এবং যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমি আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্ অতি মহান, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোন শক্তি নেই এবং কোন সামর্থ নেই। (বুখারী)

জানাযার নামাযের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا، وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লিহায়্যিনা, ওয়া মায়্যিতিনা, ওয়া ছ্বাগীরিনা, ওয়া কাবীরানা, ওয়া যাকারিনা, ওয়া উনছানা, ওয়া শা-হিদিনা, ওয়া গা-ইবিনা, আল্লাহুম্মা মান আহ্‌ইয়ায়তাহু মিন্না ফাআহ্‌ইহী 'আলাল ইসলাম ওয়ামান তাওয়াফ্‌ফায়তাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু 'আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজ্‌রাহু ওয়ালা-তাফতিনা বা'দাহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমা করে দাও আমাদের মধ্যে যারা জীবিত, যারা মৃত, যারা ছোট, যারা বড়, যারা পুরুষ, যারা মহিলা, যারা উপস্থিত, যারা অনুপস্থিত সবাইকে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে বাঁচাও তাকে ইসলামী আদর্শের উপর বাঁচিয়ে রাখ। আর যাকে বিদায় করে না তাকে ঈমানের সাথে বিদায় করে নিও। হে আল্লাহ্! তার মৃত্যুতে আমাদের যা কষ্ট হয়েছে তার পুরস্কার থেকে আমাদেরকে মাহরূম করোনা এবং তার মৃত্যুর পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় নিমজ্জিত করো না। (আবুদাউদ, তিরমিজী)

মুর্দাকে কবরে রাখার সময়ের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ.

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ্।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌রই সাহায্যে রাসূলুল্লাহ্‌র মিল্লাত বা তরীকার উপর [রাখা হচ্ছে]। (আহমদ, তিরমিজী, ইবনু মাজাহ্)

মুর্দাকে কবর দেয়ার সময় প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- কেবলার দিক [ডান দিক] হতে মুর্দাকে কবরে নামানো। (তিরমিজী)
- দুইহাত একত্র করে প্রথমে কবরে তিন কোষ মাটি দেয়া। (শরহে সুন্নাহ)
- কবরে মাটি দেয়ার পর মুর্দারের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া। (শরহে সুন্নাহ, বায়হাক্বী)
- কবর দেয়ার পর দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন শরীফ থেকে কিছু অংশ তেলাওয়াত এবং দু'আ দরূদ পড়ে মুর্দারের জন্য মাগফিরাত কামনা করা। (মেশকাত)

কবর যিয়ারতে দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَمِنَّا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ.

উচ্চারণঃ আস্‌সালামু 'আলা আহ্‌লিদ্‌দিয়ারি মিনাল মু-মিনীনা ওয়াল মুস্‌লিমীন, ওয়া ইয়াহামুল্লা-হুল মুস্‌তাক্বদিমীনা মিনকুম ওয়া মিন্নাল মুসতাখিরীন। ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লাহু বিকুম লা-হিকুন।

অর্থঃ 'মু'মিন-মুসলিম কবরবাসীদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, এবং তোমরা যারা আগে গমন করেছ আর আমাদের মধ্যে যারা পরের যাত্রী তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হউক। অবশ্য আল্লাহ যখন চান আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব। (মুসলিম)

কবর যিয়ারতের প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- যিয়ারতকারী কবরকে সামনে নিয়ে উপরে উল্লেখিত সালাম সহ দু'আ পাঠ করা। (তিরমিযী)
- মৃত ব্যক্তি তথা কবরবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। (মুসলিম)
- অন্তত প্রত্যেক জুমাবারে আপন মৃত মা-বাপের কবর যিয়ারত করা। (বায়হাক্বী)

কবর যিয়ারতের নিয়মঃ

প্রথমে সালামসহ দু'আ পাঠের পর ছওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে [জানা থাকলে কুরআন শরীফ থেকে কিছু অংশ তেলাওয়াত করা যেতে পারে। তারপর দরূদ পাঠ করে মৃত ব্যক্তি বা কবরবাসীর জন্য দু'আ করা। (ইমাম নববী)

কবর যিয়ারতের ব্যাপারে যে সব কাজ নিষিদ্ধ

- আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ কিংবা মনবাসনা পূরনের জন্যে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কোন জায়গায় বা বিদেশে সফরে যাওয়া। তবে 'মসজিদে হারাম', 'কা'বা শরীফ', 'মসজিদে নববী', এবং 'মসজিদে আক্বছা' এ তিনটি ব্যতীত। (বুখারী, মুসলিম)
- মহিলারা কবরে বা মাজারে গিয়ে যিয়ারত করা। (তিরমিজী, ইবনু মাজাহ)
- কবরে বাতি জ্বালানো এবং সিজদা করা। (মসনদে আহমদ)
- কবরকে জড়িয়ে ধরা বা স্পর্শ করা এবং কবরকে চুমু দেয়া। (আজ্বনানিস)
- কবর যিয়ারত করতে গিয়ে কবরের নিকট নামায পড়া, বসে বসে দু'আ করা এবং কবরস্থ লোকের [মৃত ব্যক্তির] নিকট নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করা। (মাজমা'উল বাহার)

তিলাওয়াতে সিজ্দার দু'আ

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

উচ্চারণঃ সাজ্বাদা ওয়াজ্হী লিল্লাজী খালাকাহু ওয়া ছাওয়্যারাহু ওয়া শাক্বা সাম'আহু ওয়া বাছ্বরাহু বিহাওলিহী ওয়া কুওয়্যাতিহী ফাতাবারা-কাল্লাহু আহ্সানুল খা-লিক্বীন।

অর্থঃ আমার মুখাবয়ব সিজদায় অবনত হল সে সত্ত্বার প্রতি যিনি উহাকে সুন্দর আকৃতি সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁরই শক্তি সামর্থ্য দিয়ে উহার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি প্রস্ফুটিত করেছেন। তিনিই বরকতময় আল্লাহ্, সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা। (আবুদাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)

দুই ঈদের সময় পাঠ করার তাক্বীর বা তাক্বীরে তাশ্রীক

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহু আক্বার আল্লাহু আক্বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বার আল্লাহু আক্বার ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ।

অর্থঃ আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ মহান, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, আল্লাহ্ বড়, আল্লাহ মহান, আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। (ত্বিবরাণী)

ঈদের দিনের প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাবার সময় কিছু খেয়ে যাওয়া। (বুখারী)
- ঈদের নামাযে পায়ে হেটে যাওয়া-আসা করা। (ইবনু মাজাহ্)
- ঈদগাহে যাবার সময় একপথ দিয়ে যাওয়া এবং অন্য পথ দিয়ে আসা। (বুখারী)
- কুরবাণীর ঈদের সময়ে জ্বিলহজ্ব মাসের প্রথম তারিখ থেকে ঈদের দিন কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত কুরবানীদাতা নখ না কাটা এবং শরীরে কোন রকমের ক্ষুরকাজ না করা। (মুসলিম)

- ঈদুল আদ্বহা অর্থাৎ কুরবাণীর ঈদের দিন কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া এবং ফিরে এসে প্রথমেই কুরবাণী করা জন্তুর গোশ্ত খাওয়া। (তিরমিজী, বাইহাক্বী)
- উভয় ঈদের নামাযের পূর্বে গোসল করা। (মাদারেজুন নবূয়ত)
- উভয় ঈদের জ (সামর্থ অনুযায়ী বৈধ) সুন্দর পোশাক দ্বারা সুসজ্জিত হওয়া। (মাদারেজুন নবূয়ত)
- ঈদের দিন ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত (উপরে উল্লেখিত) তাকবীর বলা। (বায়হাক্বী)

কুরবাণীর পশু যবেহ করার সময়ের দু'আ

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلٰوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ.

উচ্চারণঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাজী ফাত্বারাস্‌সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা, 'আলা মিল্লাতি ইবরাহীমা হানীফা ওঁয়ামা-আনা মিনাল মুশরিকীনা, ইন্না ছালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। লা-শরীকা লাহু ওয়া বিজা-লিকা উমিরতু ওয়া আনা-মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়ালাকা। [এরপর বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে যবেহ্ করতে হবে]

অর্থঃ আমি সকল দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে হযরত ইব্‌রাহীমের (আঃ) তরীকার উপর একনিষ্ঠ হয়ে ঐ আল্লাহর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি, যিনি আসমান যমীন পয়দা করেছেন এবং আমি কখনো শিরিককারীদের মধ্যে নেই। অবশ্যই আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মরন, রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোন শরীক নেই। এই নির্দেশেই আমাকে দেয়া হয়েছে এবং আমি অনুগতদের মধ্যে একজন। হে আল্লাহ্! এটা তোমার পক্ষ থেকে তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। (আহমদ, আবুদাউদ)

কুরবাণীর পশু যবেহ্ করার পরে দু'আ

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বালহু মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন হাবীবিকা মুহাম্মাদি ওঁয়া খালীলিকা ইব্রাহীমা আ'লায়হিমা ছ্বালাতু ওয়া স্সালাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি এ কুরবাণী আমার পক্ষ থেকে কবুল কর যেমন তুমি তোমার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সঃ) এবং তোমার খলীল ইব্রাহীম (আঃ) এর কুরবাণী কবুল করেছ।

[বিঃ দ্রঃ দু'আর প্রথম দিকে 'মিন্নী' শব্দ আছে। নিজের কুরবাণী হলে 'মিন্নী' বলতে হবে। আর অন্য বা একাধিক লোকের পক্ষ থেকে হলে তাদের নাম বলতে হবে।] (মুসলিম)

কুরবাণীর জন্তু জবেহ করার সময় প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- কুরবাণীর জন্তু কুরবাণীদাতা নিজের হাতে জবেহ করা। (বুখারী, মুসলিম)
- ধারালো ছুরি দিয়ে দ্রুত যবেহ করা। (যাদুল মা'আদ)

রাগের সময় পড়ার দু'আ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণঃ আ'উজুবিল্লাহি মিনাশ্শায়ত্বানির রাজীম।

অর্থঃ বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই। (তিরমিজী)

রাগ বা গোসসার সময় প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ আসলে বসে পড়া, আর বসা অবস্থায় রাগ আসলে শুয়ে পড়া। (তিরমিজী)
- ক্রোধান্বিত বা গোস্সা আসলে পানি দিয়ে অজু করা। (আবুদাউদ)

মহিলাকে বিবাহ করার পর পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা জ্বাবালতাহা আলায়হি ওয়া আ'উজুবিকা মিন শার্‌রিহা ওয়া শাররি মা জ্বাবালতাহা 'আলায়হি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এর চরিত্রে যা কল্যাণ রয়েছে ও স্বভাব প্রকৃতিতে যা মঙ্গল রয়েছে তার, এবং এর স্বভাব-চরিত্রের মন্দ ও খারাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। (আবুদাউদ)

সহবাসের সময়ের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা জ্বান্নিবনাশ্‌-শায়ত্বা-না ওয়া জ্বান্নিবিশ্‌ শায়ত্বা-না মা রাযাক্বতানা।

অর্থঃ আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং শয়তানকে দূরে রাখ আমাদের জন্য যা নির্ধারন করেছ তার থেকে। (বুখারী, মুসলিম)

সহবাসের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- স্ত্রীর সাথে একবার সহবাস করার পর পুনঃরায় সহবাস করতে চাইলে মধ্যখানে অজু করা। (মুসলিম)
- সহবাসের পর নাপাক অবস্থায় কিছু খেতে হলে কিংবা সহবাসের পর ঘুমালে এর পূর্বে গুপ্তাঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নামাযের ন্যায় অজু করা। (বুখারী, মুসলিম)

নব বিবাহিত বরের সাক্ষাৎকালে অভিনন্দন জানানোর দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ.

উচ্চারণঃ বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বা-রাকা 'আলাইকুমা ওয়া জ্বামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইরিন।

অর্থঃ আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দান করুক এবং তোমাদের উভয়ের প্রতি বরকত নাযিল করুক, আর তোমাদেরকে কল্যাণের সাথে একত্রিত রাখুক। (তিরমিজী, আবুদাউদ)

এস্তেখারার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ،
اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعِيْشَتِيْ
وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعِيْشَتِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ
عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌তাখীরুকা ওয়া আস্‌তাক্‌দিরুকা বিক্বুদ্‌রাতিকা ওয়া আস্‌আলুকা মিন ফাদ্বলিকাল আজীম, ফা-ইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা-আক্বদিরু ওয়াতা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আন্‌তা আল্লামুল গুয়ূব। আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হা-জাল আম্‌রা খায়রুন্ লী ফী দীনি ওয়া মা'ঈশাতী ওয়া আক্বিবাতি আম্‌রী ফা আক্বদিরহু লী ওয়া ইয়াস্‌সিরহু লী ছুম্মা বারিক লী ফীহি, ওয়া ইন্ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হা-জাল আমরা শররুন্ লী ফী দীনি ওয়া মাঈশাতি ওয়া আ'কিবাতি আম্‌রী ফা আছ্বরিফহু আ'ন্নী ওয়া আছ্বরিফ্‌নী 'আনহু ওয়া আক্বদির লিয়াল খায়রা হায়ছু কা-না ছুম্মা আরদ্বিনী বিহী।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার ইলমের ভিত্তিতে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি, এবং তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার বিরাট ফজল ও করম ভিক্ষা চাচ্ছি। কারণ তুমি কুদরতের মালিক এবং আমি শক্তিহীন। তুমি সব জান, আমি জানিনা এবং তুমিই একমাত্র গায়েব জানার অধিকারী।

হে আল্লাহ্! তোমার জ্ঞান মতে এ কাজ যদি আমার জন্যে আমার দীন ও দুনিয়ার জন্যে এবং শেষ পরিণামের দিকে থেকে মঙ্গল হয়, তাহলে তা আমার ভাগ্যে লিখে দাও এবং আমার জন্যে তা সহজলভ্য করে দাও এবং তা আমার জন্যে বরকতপূর্ণ করে দাও। আর যদি এ কাজ আমার জন্যে আমার দীন ও দুনিয়ার জন্যে এবং পরিণামের দিকে দিয়ে অমঙ্গল হয় তাহলে তা আমার থেকে দুরে রাখ এবং আমাকে তার থেকে বাঁচাও এবং আমার ভাগ্যে মঙ্গল লিখে দাও যেখানেই তা হউক অতঃপর তার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট এবং অবিচল থাকার তওফীক দাও। (বুখারী)

এস্তেখারার পদ্ধতিঃ এস্তেখারা শব্দের অর্থ মঙ্গল কামনা করা। যদি এমন কোন কাজ করতে হয়, যার ভাল-মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমস্যা দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে নামাযের নিষিদ্ধ সময়গুলো ছাড়া সুযোগ মত যে কোন সময়ে সাধারণ নফল নামাযের মত দু'রাকাত এস্তেখারার নামায আদায় করবে। নামায শেষে দরূদ শরীফ পড়ে তার পর উল্লেখিত এস্তেখারার দু'আ পড়ে কেবলা মুখী হয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। এভাবে প্রয়োজনে সাতবার করাও ভাল। তারপর মনের ঝোঁক-প্রবণতা যে দিকে বুঝা যাবে তা আল্লাহর মর্জী মনে করে কাজ করা।

ইহরামের দু'আ বা তালবিয়া

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা-শরীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্‌নি'মাতা লাকা, ওয়ালমুলকা লা-শরীকা লাকা।

অর্থঃ আমি উপস্থি হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি উপস্থিত প্রভু, তোমার কোন শরীক নেই আমি হাজির, সকল প্রশংসা এবং নিয়ামত তোমারই। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তোমারই জন্য এতে কোন শরীক নেই। (বুখারী, মুসলিম)

সকাল সন্ধ্যায় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ، وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ

وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ، وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

উচ্চারণঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্-আলুকাল 'আফিয়াতা ফিদ্দুন্য়া ওয়াল আখিরাত্, আল্লাহুম্মা ইন্নী-আস্আলুকাল আফ্ওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্য়ায়া, ওয়া আহ্লী ওয়া মালী, আল্লাহুম্মাস্তুর 'আওরাতী ওয়া আ-মিন রাও'আতি, আল্লাহুম্মাহ্ফিজ্নী মিন বায়নি ইয়াদায়য়্যা, ওয়া মিন্ খালফী, ওয়া 'আন্ ইয়ামীনি ওয়া 'আন শিমালী ওয়া মিন্ ফাওক্বী, ওয়া আ'জু বি'আজ্মাতিকা আন্ আগতা-লা মিন্ তাহ্তী।"

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা চাই; হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট আমার দীন, আমার দুনিয়া আমার পরিবার-পরিজন এবং আমার ধন-মালের নিরাপত্তা ও শান্তি চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষ সমূহ ঢেকে রাখ এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ থেকে নিরাপদে রাখ; হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে হেফাজত কর আমার সম্মুখ এবং পিছনের দিক থেকে, ডান ও বাম দিক থেকে এবং উপরের দিক থেকে; হে আল্লাহ! আমি তোমার শ্রেষ্ঠত্বের নিকট আশ্রয় চাই যে নিম্নে ধ্বসে যাওয়া থেকে। (আবুদাউদ)

সবসময় পড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দু'আ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণঃ (সুব্হা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল 'আজীম।)

অর্থঃ মহা পবিত্র আল্লাহ্ এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর। আল্লাহ্ পবিত্র তিঁনি মহান। (বুখারী)

বিবিধ ব্যবহারিক সুন্নাত

পরস্পরকে সালাম দেয়ার প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- মুসলমান পরস্পর সাক্ষাৎ হলে সালাম করা। একবার সালাম দেয়ার পর সামান্য আড়াল হয়ে পুনঃরায় দেখা হলে তারপরও সালাম করা। (আবুদাউদ)
- সালাম করবে ছোট বড়কে, আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচলকারীকে, পদব্রজে চলাচলকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে, কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে। (বুখারী, মুসলিম)

- সালাম প্রথমে দিতে চেষ্টা করা। (বায়হাক্বী)
- কথা বলার পূর্বেই সালাম করা। (তিরমিজী)
- সালামের পরিপূর্ণতার জন্য সালামের সাথে মুছাফাহা করা। [মুছাফাহা দু'হাতে মিলায়ে করা] (আহমদ,তিরমিজী)
- সালামের সাথে মু'আনাকা অর্থাৎ আলিঙ্গন করে আন্তরিকতা প্রকাশ করা। (তিরমিজি)
- প্রেরিত সালামের জবাবে 'আলাইকা ওয়া আলাইহিস্সালাম বলা। (আবুদাউদ)
- অমুসলিম ব্যক্তির সালামের জবাবে শুধু "ওয়া 'আলাইকুম" বলা। (বুখারী, মুসলিম)
- কোন মজলিস বা মাহফিলে উপস্থিত হলে সালাম দিয়ে বসা এবং চলে যাবার সময় সালাম দিয়ে যাওয়া। (তিরমিজী, আবুদাউদ)
- সমষ্টিগতদের থেকে একজনই সালাম দেয়া। অনুরূপভাবে সমষ্টিগতদের পক্ষ থেকে একজনেই জবাব দেয়া। (আবুদাউদ)

সালাম বিনিময় বা সম্মান প্রদর্শনের সময় যা নিষিদ্ধ

- সালাম বা সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে মাথা নত করা কিংবা কদমবুচি করা। (তিরমিজী)
- অমুসলিমকে আগে সালাম দেয়া। (মুসলিম)
- হাতের ইশারায় সালাম দেয়া বা জবাব দেয়া। (তিরমিজী)

[তবে দূরে কাউকে ইশারায় সালাম দিতে হলে কিংবা জবাব দিতে হলে প্রথমেই মুখে সালাম বা জবাব দিয়ে সাথে হাত নেড়ে ইশারা করা যায়]

মেহমানদারীর প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- মেহমানের মেহমানদারী করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়া। (ইবনু মাজাহ্)
- ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে মেহমানকে অভ্যর্থনা জানানো। (বুখারী, মুসলিম)
- মেহমান যাতে পানাহারে তৃপ্ত হয় তার জন্য বার বার তাকে পানাহার করতে বলা বা উৎসাহিত করা। (তিরমিজী, যাদুল মা'আদ)
- মেহমান নিয়ে খেতে বসলে সবার খাওয়া শেষ না হতে নিজে খাওয়া শেষ না করা। (বুখারী, যাদুল মা'আদ)
- মেহমানকে বিদায় দেয়ার সময় বাড়ী গেট পর্যন্ত মেহমানের সঙ্গে গিয়ে বিদায় দেয়া। (ইবনু মাজাহ্)

মেহমানের কর্তব্যঃ

মেহমানের পক্ষে কারো কাছে এতদিন অবস্থান করা জায়েয নয় যে, মেজবান বা মেহমানদার অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। (বুখারী, আদাবুল মুফরাদ)

মাহফিলে বা অনুষ্ঠানে বসার সুন্নাত এবং যে ভাবে বসা নিষেধ

- মাহফিলে বা অনুষ্ঠানে শৃংঙ্খলার সাথে পরস্পর মিলিত হয়ে বসা। (আবুদাউদ)
- মাহফিলে বা অনুষ্ঠানে মাঝখানে লোকজনকে ডিংগিয়ে না বসা। (তিরমিজী)
- কিছু অংশ ছায়া কিছু অংশ রৌদ্র বা ফোটরৌদ এ ধরনের জায়গায় সাধারণতঃ না বসা। (আবুদাউদ)

বক্তৃতা বা আলোচনার প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- বক্তৃতা বা আলোচনা করার সময় প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করা। অতঃপর বক্তব্য বা আলোচনার বিষয় ব্যক্ত করা। (বুখারী)

[বক্তৃতা বা আলোচনার প্রথমেই আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা এবং রসূল (ছ্বঃ) এর উপর দরূদ পাঠ করার সংক্ষিপ্ত নমুনা- আল-হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন, ওয়াছ্বছ্বালাতু ওয়াস্সালামু 'আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যেদিল মুরসালীন। ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আছ্বহাবিহী আজ্মায়'ঈন। অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের রব, এবং ছ্বালাত ও সালাম নবীগণের সরদার-নেতা মুহাম্মদ (ছ্বঃ) এর উপর এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও ছ্বাহাবীগণের উপর। এভাবে বিভিন্নরূপে।]

জুমার দিনের প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- জুমার দিন নখ কাটা এবং গোঁফ ছাঁটা। (মেশকাত)

হাত ও পায়ের নখ কাটার ক্রমিক সুন্নাতঃ

ডান হাত- প্রথমে ডান হাতের শাহাদাত বা তর্জনী আঙ্গুলের, তারপর মধ্যমা তারপর অনামিকা, তারপর কনিষ্ঠ আঙ্গুলির নখ কাটা।

বাম হাত- বাম হাতের প্রথমে কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে শুরু করে অনামিকা, মধ্যমা, তর্জনী ও শেষে বৃদ্ধা আঙ্গুলের এবং সর্ব শেষে ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলির নখ কাটা।

ডান পা- কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে শেষ করা।

বাম পা- বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে কনিষ্ঠ আঙ্গুলিতে গিয়ে শেষ করা।] (শামায়েল)

- জুমার দিন জামা-কাপড় ধোয়া এবং শরীর পাক-পরিস্কার করে গোসল করা। (আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ্)
- জুমার দিন জুমার উদ্দেশ্যে মিসওয়াক করা এবং গোসল করা (বুখারী)
- জুমার দিন জুমার নামাযের জন্য উত্তম পোশাক পরা। (আবুদাউদ)
- জুমার দিন জুমার নামাযের উদ্দেশ্যে তেল বা সুগন্ধি ব্যবহার করা। (বুখারী)
- জুমার দিন তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে আগে-ভাগে পদব্রজে মসজিদে যাওয়া। (আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ্)

সুরমা ব্যবহারের প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- সুরমার মধ্যে ইসমদ সুরমা ব্যবহার করা। [এতে চোখের দৃষ্টি শক্তি সতেজ হয় এবং পলকের চুল জন্মে। (তিরমিজী)
- চোখে রাত্রেই সুরমা দেয়া এবং উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগানো। (তিরমিজী)

দাড়ি মোচ এবং চুলের প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- দাড়ি বাড়ানো বা লম্বা করা। (বুখারী, মুসলিম)

  [দাড়ি মুসলমান পুরুষের প্রতিকী সুন্নাত বিধায় মুসলমানের জন্য দাড়ি রাখা অপরিহার্য সুন্নাত]
- মোচ ছাঁটা কিংবা খাট করা। (বুখারী,মুসলিম)

  [মোচ চেঁচে ফেলা কিন্তু সুন্নাতের পরিপন্থি। মেশকাত]
- দাঁড়ির দৈর্ঘ্য-প্রস্থের (এলোমেলো কেশ) কেটে ছেঁটে পরিপাটি করে রাখা। (তিরমিজী)
- চুলের পরিচর্যা করা। (আবুদাউদ)
- মাথায় তেল দেয়া এবং চুল-দাড়ি আঁচড়ায়ে পরিপাটি করে রাখা। (বুখারী, মুসলিম)
- চুল দাড়িতে খেযাব বা কলব লাগাতে হলে মেন্ধী দ্বারাই খেযাব লাগানো। (তিরমিজী, আবুদাউদ)
- লিম্মা ধরনের লম্বা চুলের মধ্যখান দিয়ে সিঁথা কাটা। (বুখারী, মুসলিম)

মাথার চুলের ক্ষেত্রে যে সব ব্যবহার নিষিদ্ধ

- মাথায় কৃত্রিম চুল লাগানো কিংবা কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করা। (বুখারী, মুসলিম)
- কপাল অর্থাৎ ভ্রুর চুল উপড়ায়ে ফেলা। (বুখারী, মুসলিম)
- সাদা চুল উপড়ায়ে ফেলা। (আবুদাউদ)
- চুল দাড়িতে কালো খেযাব বা কলব ব্যবহার করা। (মুসলিম)
- স্ত্রী লোকের চুল মুড়ান বা কেটে ফেলা। (নাসায়ী)
- পোশাকের ন্যায় চুলের ক্ষেত্রেও পুরুষ নারীর সদৃশ্যতা এবং নারী পুরুষের সদৃশ্যতা ধারণ করা। [এদেরকে রসূলুল্লা (ছ্বঃ) অভিশাপ দিয়েছেন এবং ঘর থেকে বের করেও দিতে বলেছেন।] (বুখারী)

মুসলমানের পাঁচটি স্বভাবজাত সুন্নাত

- মুসলমানের জন্য নিম্নেলিখিত পাঁচটি কাজ স্বভাবজাত সুন্নাত। (১) খতনা করা, (২) নাভির নিচে অবাঞ্ছিত লোম পরিস্কার করা (৩) গোঁফ বা মোচ কাটা, (৪) বগলের লোম পরিস্কার করা, (৫) হাত পায়ের নখ কাটা। (বুখারী, মুসলিম)

[মোচ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের লোম পরিস্কার করা এবং নাভির নিচের লোম মুড়ানোর সময়-সীমা যেন অতিরিক্ত চল্লিশ দিনের অধিক না হয়।] (মুসলিম)

নীতিগত কয়েকটি ব্যবহারিক সুন্নাত

- প্রতিটি ভাল কাজ বিস্‌মিল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করা। (আবুদাউদ)

[প্রতিটি ভাল কাজ অর্থাৎ যে কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এমন কাজ অর্থাৎ পানাহারের সময়, কিছু লেখার সময়, পড়ার সময়, কাউকে কিছু দেয়ার সময়, কারো থেকে কিছু নেয়ার সময়, কোন কিছু পেশ করার সময়, কোন কিছু উপস্থাপন করার সময়, কোন কিছু উদ্বোধন করার সময় ইত্যাদির শুরুতে আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে শুরু করা।]

- [নাজায়েয নয় এমন] যে কোন কথার জওয়াব পেলে, কোন কাজ বা পড়া-লেখা শেষ হলে, কোন কিছু লাভ করার পর, কোন অবস্থা থেকে মুক্ত হলে -"আল্হাম্‌দু লিল্লাহ্" বলে আল্লাহ্‌র শুকর ও প্রসংসা করা। (আবু দাউদ)

- প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা। (বুখারী)
- ধনে-জনে কিংবা সম্পদে কোন বান্দার নিকট আল্লাহ্ তা'লার বরকতের আধিক্য দেখলে مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ [মা-শা আল্লাহ্ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি] এ কথা বলা। (যাদুল মাআদ)
- বাড়ী ঘর এবং এর আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। (তিরমিজী)
- পুরুষদের রংবিহীন সুগন্ধি ব্যবহার করা। (আবুদাউদ)
- মহিলাদের হাতে মেন্ধী এবং সুগন্ধি বিহীন রং ব্যবহার করা। (আবুদাউদ, নাসায়ী)

মুসলমান একে অপরের উপর যে সব হক বা কর্তব্য

□ কেউ রোগে আক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাওয়া এবং তার সেবা শুশ্রুষা করা □ কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার দাফন-কাফন ও জানাযায় শরীক হওয়া □ কেউ দাওয়াত করলে গ্রহণ করা। □ কারো সাক্ষাৎ হলে সালাম দেয়া □ কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহাম্‌দুলিল্লাহ্' বললে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা □ উপস্থিত বা অনুপস্থিত উভয় অবস্থায় একে অপরের কল্যাণ কামনা করা □ মজলুম অর্থাৎ উৎপীড়িতের সাহায্য করা □ কসম বা শফত দাতার কসম পূর্ণ করা। □ কেউ পরামর্শ চাইলে তাকে পরামর্শ দেয়া। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্)

প্রতিবেশীর প্রতি যে হক বা কর্তব্য

□ সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার কৌশল জিজ্ঞাসা করা □ মারা গেলে জানাযায় যাওয়া □ ধার চাইলে ধার দেয়া □ বস্ত্রহীন হলে বস্ত্র দেয়া □ আনন্দের সময় মুবারকবাদ ধন্যবাদ দেয়া □ বিপদগ্রস্থ হলে সান্তনা দেয়া □ নিজের গৃহ বা গৃহের কাজ কর্মের দ্বারা তার ক্ষতি না করা। (ত্বিবরানী)

□ প্রতিবেশীকে কোন রকম কষ্ট না দেয়া আল্লাহ্ ও পরকাল বিশ্বাসের বাস্তবতার একাংশ। (বুখারী, মুসলিম)

[প্রতিবেশীর কষ্ট হয় কিংবা প্রতিবেশী সহ্য করতে পারে না এমন কোন কাজ বা আচরণ না করা যা তার নিজের কাছে যত ছওয়াব বা কল্যাণকর কাজ বলে মনে হউক না কেন।]

দ্বিতীয় অধ্যায়
রাসূল (ছ্বঃ) এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ

রাসূল (ছ্বঃ) এর উপর দরূদ এবং সালাম পাঠের গুরুত্ব ও ফদ্বীলতঃ

আমাদের দেশে প্রচলিত ভাষায় দরূদ শব্দটি মূলত ফার্সী শব্দ। কুরআন ও হাদীছ তথা আরবী ভাষায় দরূদের পরিভাষা হলো صَلٰوة (ছ্বালাত) ছ্বালাত শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে তন্মধ্যে ছ্বালাতের এক অর্থ হলো দরূদ অর্থাৎ রাসূল ছ্বঃ এর উপর আল্লাহর্ তা'লার রহমত কামনা করা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঈমানদার লোকদেরকে নবীর উপর ছ্বালাত ও সালাম অর্থাৎ দরূদ ও সালাম পাঠ করার বিধান করে দিয়েছেন।

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্তারা নবীর উপর দরূদ পাঠ করেন। হে ঈমানদারেরা! তোমরাও তাঁর উপর দরূদ এবং সালাম পাঠাও। (সুরা আহযাব)

রাসূলুল্লাহ্ ছ্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

اَلْبَخِيْلُ الَّذِىْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

যে ব্যক্তির উপস্থিতিতে আমার নাম উচ্চারিত হবে, কিন্তু আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবেনা, সে বড় কৃপণ। (তিরমিযী)

সাইয়েদুনা মুহাম্মদ (ছ্বঃ) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়ে তাঁর উম্মত এবং পুরা মানব জাতির উপর যে এহসান করেছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর উপর ছ্বালাত ও সালাম অর্থাৎ আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ কামনা করা প্রতিটি উম্মতের জন্য একটা নৈতিক দায়িত্ব। আর দরূদ ও সালাম পাঠ করার মধ্যে মূলত দরূদ ও সালাম পাঠকারীরই কল্যাণ। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বঃ) বলেছেন-

اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلٰوةً.

কিয়ামতের দনি সে ব্যক্তিই আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, যে আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করে। (তিরমিজী)

مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلٰوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَشَرَ صَلَوَاتٍ وَّحُطَّتْ عَنْهُ

عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَّرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.

যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করেন এবং তার দশটি গুনাহ্ (ছগিরা) মার্জনা করা হয় ও তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। (নাসায়ী)

مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلٰى رُوْحِيْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

তোমাদের যে কেউ আমার উপর সালাম পাঠ করে আল্লাহ্ তখনই আমার রূহ আমাকে ফেরত দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই। (আবুদাউদ)

.... وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

.... এবং আপনার উম্মতের মধ্যে যে কেউ আপনার প্রতি একবার সালাম পেশ করবে আমি (আল্লাহ্) তার প্রতি দশবার শান্তি বর্ষণ করব। (নাসায়ী, দারেমী)

দরূদ এবং সালাম পাঠের আনুসঙ্গিক জ্ঞাতাব্য বিষয়

■ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বঃ) এর প্রতি যখন দরূদ পাঠ করা হয়, তা যদি তাঁর রওজার কাছে পাঠ করা হয় তাহলে তা তিনি সরাসরি শুনে থাকেন। আর যদি দূর থেকে রাসূল (ছ্বঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা হয় তাহলে তা তাঁর নিকট পৌছানো হয়। রাসূল (ছ্বঃ) বলেছেন-

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلّٰى نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ.

যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে এসে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে তা আমি সরাসরি শুনতে পাই। আর যে দূরে থেকে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে তা আমার নিকট পৌছানো হয়। (বায়হাকী)

■ রাসূল (ছ্বঃ) এর প্রতি সালাম পাঠ করা হলে তা তাঁর নিকট পৌছিয়ে দেয়া হয়। রাসূল (ছ্বঃ) বলেছেন-

اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ مِنْ اُمَّتِيْ السَّلاَمَ.

আল্লাহর কতক ফিরিশ্‌তা রয়েছেন, যাঁরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌছান। (নাসায়ী, দারমী)

উল্লেখিত হাদীছ দু'টির মাধ্যমে একথাই প্রমাণ হয় যে, রাসূল (ছ্বঃ) এর প্রতি যেখানেই দরূদ ও সালাম পাঠ করা হয়, সেখানেই রাসূল (ছ্বঃ) স্বশরীরে কিংবা আধ্যাত্নিকভাবে উপস্থিত হয় বলে কোন কোন লোকের যে ধারনা তা সম্পূর্ণ ভুল এবং এটা শিরকী

আকীদা। সুতরাং এ ধরনের ধারনা বা আকীদা বিশ্বাস পরিহার করা প্রয়োজন এবং ছ্বালাত ও সালাম তাঁর নিকট পৌছানোর নিয়তেই পাঠ করা উচিত।

■ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বঃ) এর উপর জীবনে একবার দরূদ পাঠ করা ফরজ। এ ছাড়া যতবার তাঁর নাম শুনবে ততোবার দরূদ পাঠ করা সুন্নাত। কারো কারো মতে ওয়াজিব। (মেশকাত)

দরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছ্বাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা ছ্বাল্লায়তা 'আলা ইব্‌রাহীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ; আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুমাজ্বীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (ছ্বঃ) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত নাযিল কর, যেভাবে রহমত নাযিল করেছ ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং তাঁর পরিবার পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ (ছ্বঃ) এবং মুহাম্মদ (ছ্বঃ) এর পরিবার পরিজনের প্রতি, যেমন বরকত নাযিল করেছ ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং ইব্‌রাহীম (আঃ) এর পরিবার পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (বুখারী, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছ্বাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিনিন নারিয়িল উম্মী ওয়া আয্‌ওয়াজিহী উম্মাহাতিল মুমিনী-না ওয়া জুররিয়্যাতিহী, ওয়া আহ্‌লি বায়তিহী, কামা ছ্বালায়তা 'আলা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজ্বীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! উম্মী নবী মুহাম্মদ (ছ্বঃ) এবং তাঁর বিবিগণ যাঁরা মুমিনগণের মাতা ও তাঁর বংশধর, পরিবার-পরিজনের উপর রহমত নাযিল কর, যেভাবে তুমি ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর রহমত নাযিল করেছ। তুমিই তো প্রশংসিত এবং সম্মানিত। (আবুদাউদ)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ্'আল ছ্বালাতাকা ওয়ারাহ্মাতাকা ওয়া বারকাতাকা 'আলা মুহাম্মিদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা জ্বা'আল্তাহা 'আলা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! প্রদান কর তোমার দয়া, তোমার করুণা, তোমার বরকত মুহাম্মদ (ছ্বঃ) এর উপর এবং মুহাম্মদ (ছ্বঃ) এর পরিবার-পরিজনের উপর, যে ভাবে তুমি প্রদান করেছ ইবরাহীম (আঃ) এর উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (বুখারী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)

সালাম

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ্বালাওয়া-তু ওয়াত্ত্বাইয়্যেবা-তু আস্সালামু 'আলায়কা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লা-হি ওয়াবারাকা-তুহু, আস্সালামু 'আলাইনা ওয়া'আলা 'ইবাদিল্লাহিছ্ ছ্বালিহীনা, আশ্হাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ 'আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

অর্থঃ সমস্ত সম্মান, আনুগত্য এবং পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্র সৎ বান্দাদের প্রতিও। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ছ্বঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। (বুখারী, মুস্লিম)

[এই সালাম নামাযে তাশাহ্হুদ রূপে পাঠ করা হয়। বস্তুতঃ ইহাই রাসূলের প্রতি সালাম পাঠানোর মাধ্যম]

তৃতীয় অধ্যায়

দু'আ বা মুনাজাত

দু'আ বা মুনাজাতের গুরুত্ব এবং ফযীলতঃ

দু'আ বা মুনাজাতের পারিভাষিক অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'লার দরবারে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা। দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ তা'লারই কাছে সব কিছু চাওয়া উচিত। অদৃশ্য শক্তি হিসেবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু চাওয়া যায়না কিংবা চাওয়া জায়েযও নয়। আল্লাহ্ তা'লার ঘোষণা হলো-

اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

তোমরা আমার নিকট দু'আ কর। আমি তা কবুল করব। (সুরা মু'মিন)

বান্দার জন্য আল্লাহ্ তা'লা সবচেয়ে নিকটবর্তী। আর যে যার যত নিকটবর্তী সে তার আহবানও ততো দ্রুত শুনে বিধায় বান্দা তার যে কোন প্রয়োজনে আপন প্রভু আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকা প্রয়োজন, আল্লাহ্তা'লা বলেন-

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ.

"আর যখন আমার বান্দা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন (তুমি বলে দাও) আমি নিকটেই আছি। আমি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহবান করে।" (সূরা আল বাকারাহ)

দু'আ আল্লাহ্ তা'লার নিকট বান্দার বিনয় প্রকাশের জন্য একটি উৎকৃষ্টতম পন্থা। তাই রাসূল (ছ্বঃ) বলেছেন–

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

দু'আ হলো এবাদতের মগজ। (তিরমিজী)

অপর বর্ণনায় বলেছেন–

لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰي مِنَ الدُّعَاءِ.

আল্লাহ্র নিকট দু'আর চেয়ে উত্তম অন্য কোন কথা নেই। (তিরমিযী)

দু'আ বা মুনাজাতের প্রাসঙ্গিক সুন্নাত

- দু'আ করার পূর্বে সর্ব প্রথম আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে যোগ্য সেভাবে তাঁর প্রশংসা ও গুনগান করা। অতঃপর রাসূল (ছ্বঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা। তারপর নিজের প্রয়োজন ভিক্ষা চেয়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ বা মুনাজাত করা। (তিরমিজী, আবুদাউদ, নাসায়ী)

[দু'আ বা মুনাজাত করার পূর্বে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা এবং রাসূল (ছ্বঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করার সংক্ষিপ্ত নমুনা–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্‌বিল 'আলামীন, ওয়াছ্বালা-তু ওয়াস্‌সালামু 'আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যেদিল মুরসালীন, ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আছ্বহাবিহী আজ্‌মাঈন।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার জন্য যিনি গোটা বিশ্ব ভ্রমান্ডের রব, এবং ছ্বালাত ও সালাম বর্ষিত হউক রাসূলগণের নেতা মুহাম্মদ ছ্বঃ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সমস্ত ছ্বাহাবীগণের উপর।]

- দু'আ কবূল হবে এ পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে দু'আ করা। (তিরমিজী)
- প্রত্যেকের যাবতীয় আবশ্যক বা প্রয়োজন আপন প্রভু আল্লাহর কাছেই চাওয়া। (তিরমিজী)
- আল্লাহ্‌তা'লার নিকট কিছু চাইলে দৃঢ়তা এবং আগ্রহের সাথে চাওয়া। (মুসলিম)
- দু'আ করার সময় হাতের আঙ্গুল কাঁধ বরাবর করে হাত উঠানো এবং হাতের তালু বা ভিতরের দিক নিজের মুখমন্ডলে দিকে রাখা ও দু'আর শেষে দু'হাতের তালু দ্বারা চেহারা মসেহ্ করা। (আবুদাউদ,বায়হাকী)
- অপরের জন্য দু'আ করার সময় প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করা। (তিরমিজী)
- অল্প কথায় বেশী অর্থবোধক দু'আ করা। (আবুদাউদ)
- যে বিপদ নাযিল হয়েছে কিংবা যে বিপদ এখনও নাযিল হয়নি উভয় থেকে মুক্তির জন্য দু'আ করা। (তিরমিজী)
- যে ব্যক্তির অভিপ্রায় দুঃখের সময় আল্লাহ্ তার দু'আ কবূল করুক সে ব্যক্তি সুখের সময় বেশী বেশী আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করা। (তিরমিজী)
- অন্যের নিকট নিজের জন্য দু'আ করার অনুরোধ করা। (আবুদাউদ, তিরমিজী)

যেভাবে দু'আ বা মুনাজাত করা নিষিদ্ধ

- হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা কর যদি তোমার ইচ্ছা হয় এভাবে দু'আ বা মুনাজাত করা (মুসলিম)
- অমনোযোগী বা অবহেলিত মন নিয়ে দু'আ করা। (তিরমিজী)
- নিজের জন্য, নিজের সন্তান-সন্ততি ও মালের জন্য বদ্‌দু'আ করা। (মুসলিম)
- দু'আতে তাড়াতাড়ি করা অর্থাৎ- আমি তো দু'আ করেছি কৈ আমার দু'আ তো কবুল হয়নি এভাবে হতাশ হয়ে দু'আ করা ছেড়ে দেয়া। (মুসলিম)
- অদৃশ্য শক্তি হিসেবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর [আওলিয়া, বুজর্গের] নিকট কিছু চাওয়া বা সাহায্য কামনা করা। (আলকুরআন সূরা ইউনুস, মাজমাউ'ল বাহার)
- কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা। (ইমাম আবু হানিফা, শরহে কিতাবুল কুরখী, শরহুল মুখতার)

যে সব ব্যক্তির দু'আ কবূল হয়

☐ মজলুমের দু'আ অর্থাৎ যার উপর জুলম করা হয়েছে তার দু'আ যতক্ষণ না সে প্রতিশোধ গ্রহণ করে ☐ হজ্জকারীর দু'আ যতক্ষণ না সে বাড়ীতে ফিরে আসে ☐ জিহাদকারীর দু'আ যতক্ষণ না সে বসে পড়ে ☐ রোগীর দু'আ যতক্ষন না সে ভাল হয় ☐ এক মুসলমান অপর মুসলমান ভায়ের অনুপস্থিতে দু'আ ☐ পিতার দু'আ ☐ মুসাফিরের দু'আ। (তিরমিজী, আবুদাউদ, বায়হাকী)

যে যে সময় দু'আ কবূল হয়

○ শেষ রাত্রের দু'আ [তাহাজ্জুদের নামাযান্তে] এবং
○ প্রত্যেক ফরজ নামাযের পরের দু'আ। (তিরমিজী)

আলহাদীছের দু'আ বা মুনাজাত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىٓ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল হুদা ওয়াত্তুক্বা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি সৎপথ, সংযম, স্বচ্ছলতা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকার। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىٓ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدَرِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাছ্-ছিহ্হাতা ওয়াল 'ইফ্ফাতা ওয়াল আমা-নাতা ওয়া হুস্নাল খুলক্বি ওয়ার্রিদ্বা বিল ক্বাদরি।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তোমার কাছে প্রার্থনা করছি সুস্বাস্থ্য, পবিত্রতা, আমানতদারী, উত্তম চরিত্র এবং তকদীরের উপর সন্তুষ্টি থাকার। (বায়হাকী)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ، وَشَرِّ بَصَرِىْ، وَشَرِّ لِسَانِىْ، وَشَرِّ قَلْبِىْ، وَشَرِّ مَنِيِّىْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজুবিকা মিন শার্রি সাম্'য়ী, ওয়া শার্রি বাছ্বরী ওয়া শার্রি লিসানী, ওয়া শার্রি ক্বালবী, ওয়া শার্রি মানীয়্যি।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই আমার শ্রবণ শক্তির অপকারিতা থেকে, আমার দৃষ্টি শক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার জিহ্বার অমঙ্গল থেকে আমার অন্তরের অকল্যাণ থেকে এবং আমার বীর্যের অপব্যবহার থেকে। (আবুদাউদ, নাসায়ী)

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা মুছ্বার্রিফালকুলুবি ছ্বার্রিফ কুলূবানা 'আলা ত্বায়া'তিকা।

অর্থঃ হে অন্তরের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্য পরায়ণ করে দাও। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّءِ الْاَسْقَامِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজবিকা মিনালবারাছে ওয়াল জুজাম, ওয়াল জুনোন, ওয়া সায়্যিয়িল আস্ক্বাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি শ্বেতরোগ, কুষ্টরোগ, মস্তিস্ক বিকৃতি এবং সমুদয় খারাপ রোগ থেকে। (আবুদাউদ, নাসায়ী)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজুবিকা মিনাশ্শিক্বা-কি ওয়াননিফাক্বি। ওয়া সু-য়িল আখলাক্বি।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সত্যের বিরুদ্ধে আচরণ থেকে, কপটতা এবং অসচ্চরিত্র থেকে। (আবুদাউদ, নাসায়ী)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজুবিকা মিন্যাওয়ালি নি'মাতিকা, ওয়া তাহাওয়ালি 'আ-ফিয়াতিকা ওয়া ফুজ্বআতি নিক্বমাতিকা, ওয়া জ্বামীয়ে' সাখতিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই (আমার প্রতি) তোমার নিয়ামতের হ্রাস, তোমার শান্তির বিবর্তন, তোমার শাস্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং তোমার সমস্ত অসন্তোষ থেকে। (মুসলিম)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ.

উচ্চারণঃ আ'উজুবিল্লাহি মিনাল কুফরি ওয়াদ্দায়নি।

অর্থঃ কুফরী ও ঋণ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আমি আশ্রয় চাই। (নাসায়ী)

اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতা ওঁয়াফিল আ-খিরাতে হাসানাতা ওঁয়াক্বিনা 'আজাবান্নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান কর। এবং আমাদেরকে দোজখের আজাব থেকে বাঁচাও।

[হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন- নবী করীম (ছ্বঃ) অধিকাংশ সময় আল্লাহর নিকট এই দু'আ করতেন।] (বুখারী, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজুবিকা মিনাল আজ্‌যি ওয়াল কাসলি, ওয়াল জুবনি, ওয়াল হারামি, ওয়াল বুখ্‌লি ওয়া আ'উজুবিকা মিন 'আজাবিল ক্বাব্‌রি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়াল মামাতি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে অক্ষমতা ও অলস্য থেকে, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কার্পণ্য থেকে। এবং আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَّا يُسْتَجَابُ لَهَا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজুবিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফাউ, ওয়ামিন ক্বাল্‌বিন লা ইয়াখশাউ, ওয়ামিন নাফ্‌সিন লা তাশ্‌বাউ, ওয়ামিন দা'ওয়াতিন লা ইউস্‌তাজাবু লাহা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এমন ইলম থেকে যা উপকার করেনা, এমন হৃদয় থেকে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়না, এমন নফস থেকে যার পেট ভরে না, এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয়না। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিন নারি ওয়া 'আজাবিন্‌নারি, ওয়া মিন শার্‌রিল গিনা ওয়াল ফাক্বরি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে জাহান্নামের পরীক্ষা ও জাহান্নামের আজাব থেকে এবং প্রাচুর্য ও দারিদ্রের অনিষ্টকারিতা থেকে। (আবুদাউদ)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ.

উচ্চারণঃ ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলুব ছাব্বিত কুলুবানা 'আলা দীনিক।

অর্থঃ হে হৃদয়সমূহকে ঘুরিয়ে দেবার অধিকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দীনের উপর অবিচল ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ। (তিরমিযী)

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আতি নাফ্সি তাকওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আনতা খায়রুম মান যাক্কাহা আনতা ওয়ালিয়্যুহা ওয়া মাওলাহা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার নফ্সকে তাক্বওয়া দান কর, এবং তাকে পাক করে দাও। তুমি সবচাইতে উত্তম পাক পবিত্রকারী, তুমিই তার কার্য সম্পাদনকারী ও মালিক। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'উজুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আ'উজুবিকা মিন আরজালিল উমরি ওয়া আ'জুবিকা মিন ফিতনাতিদ্দুনয়া ওয়া 'আজাবিল কবরি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ভীরুতা এবং কৃপণতা হতে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জরাজীর্ণ অকর্মন্য বার্ধক্য হতে এবং আরও আশ্রয় চাই পার্থিব বিপর্যয় ও কবরের শাস্তি হতে। (বুখারী)

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ত্বাহ্হির ক্বাল্বী মিনান্নিফাক্বি ওয়া 'আমালী মিনাররিয়ায়ি ওয়া লিসানী মিনাল কিজ্বি ওয়া 'আঈনী মিনাল খিয়ানাতি। ফাইন্নাকা তা'লামু খায়িনাতাল আ'ইউনি ওয়া মা-তাখফীচ্ছুদূর।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে কপটতা হতে আমার কাজকে লোক দেখানো হতে, আমার জিহ্বাকে মিথ্যা হতে এবং আমার চক্ষুকে খেয়ানত করা হতে পবিত্র কর। কেননা তুমি অবগত আছ চক্ষুর লুকচুরি বা খেয়ানত এবং অন্তরের গোপন বা কারসাজি সম্পর্কে। (বায়হাক্বী)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً وَّرِزْقًا طَيِّبًا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা 'ইলমান নাফি'আন ওয়া আমালান মুতাক্বাব্বালান ওয়া রিযক্বান ত্বাইয়্যেবান।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান চাই, কবূল হবার মত আমল চাই এবং আরো চাই পবিত্র হালাল রিযিক। (আহমদ,ইবনু মাজাহ্)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ اُعْظِمُ شُكْرَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاتَّبِعُ نُصْحَكَ وَاحْفَظُ وَصِيَّتَكَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা এজ্'আলনী উ'জিমু শুকরাকা ওয়া উকছিরূ জিকরাকা ওয়া আত্তাবিউ নুছ্‌হাকা ওয়া আহ্‌ফাজু ওয়াছিয়্যিতাকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে এরূপ কর যাতে আমি সম্মানের সাথে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, বেশী করে তোমার সমরণ করতে পারি তোমার উপদেশ পালন করতে পারি এবং তোমার হুকুম রক্ষা করতে পারি। (তিরমিজী)

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِیْ رُشْدِیْ وَاَعِذْنِیْ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আলহিমনী রূশদী ওয়া আ'ইজনী মিন শাররি নাফসী।

অর্থঃ আল্লাহ্ আমার অন্তরে সৎপথের সন্ধান দাও এবং আমাকে আমার মনের অপকারিতা হতে পানাহ্ দাও। (তিরমিজী)

আল-কুরআনের
দু'আ বা মুনাজাতসমূহ

رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ.

অর্থঃ হে প্রভু! তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে সৎ-সন্তান দান কর। প্রকৃত পক্ষে তুমিই দু'আ-প্রার্থনা শ্রবণকারী। (আল-ইমরান-৩৮)

رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَلِاَخِیْ وَاَدْخِلْنَا فِیْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

অর্থঃ হে প্রভু! আমাকে ও আমার ভাইকে মাফ কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর, তুমিই সবচেয়ে বড় দয়াবান। (সূরা আ'রাফ-১৫১)

رَبِّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ وَّإِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ أَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সেই বিষয়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করা থেকে, যে বিষয় আমার জানা নেই। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর ও দয়া না কর তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। (সূরা হুদ-৪৭)

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমাকে নামায কায়েকারী বানাও, আর আমার সন্তানদের মধ্য হতেও (এমন লোক পয়দা কর যারা এ কাজ করবে)। হে আমাদের রব আমার দু'আ কবুল কর। (সূরা ইবরাহীম-৪০)

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

অর্থঃ হে আমার রব! এদের (মাতা-পিতা) প্রতি রহম কর, যেমন করে তারা স্নেহ বাৎসল্যসহকারে বাল্যকালে আমাকে পালন করেছেন। (সূরা বনী ইস্রাঈল-২৪)

رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا.

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে সত্যতাসহকারে নিয়ে যাও, আর যেখান থেকে তুমি আমাকে বের কর সত্যতার সাথেই বের কর। আর তোমার নিকট হতে একটি সার্বভৌম শক্তিকে তুমি আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (বনী ইসলাঈল-৮০)

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ.

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ খুলে দাও, আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার যবানের গিরা খুলে দাও, যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বা-হা-২৫-২৮)

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

অর্থঃ হে প্রতিপালক! আমাকে আরো অধিক ইল্‌ম দান কর। (সূরা ত্বা-হা-১১৪)

رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ.

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমাকে একাকী রাখিও না, সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী তো তুমিই। (সূরা আম্বিয়া-৮৯)

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

অর্থঃ হে প্রতিপালক! আমাকে বরকতপূর্ণ স্থানে অবতরণ করাও; তুমিই সর্বোত্তম স্থান দানকারী। (সূরা মু'মিনুন-২৯)

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ.

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমি সব শয়তানের উত্তেজনা দান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। হে আমার রব! সেই (শয়তান) যে আমার নিকট আসবে তা থেকেও আশ্রয় চাই। (সূরা মু'মিনুন-৯৭-৯৮)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ.

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! মাফ কর, রহম কর, তুমি সব দয়াবান হতেও অতি উত্তম দয়াবান। (সূরা মুমিনুন-১১৮)

رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ.

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান কর। আর আমাকে নেক্‌কার লোকদের সাথে মিলিত কর। (সূরা আশ্‌শু'রা-৮৩)

رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থঃ হে প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে এই লোকদের অপকর্ম থেকে মুক্তি দাও। (সূরা আশ্‌শু'রা-১৬৯)

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ.

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখ, তুমি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ আমি যেন তার শোকর আদায় করি এবং এমন নেক আমল করি যা তোমার পছন্দ হয়। আর তোমার রহমতে আমাকে তোমার নেক বান্দাগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা নমল-১৯)

رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ.

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। (সূরা কাসাস-১৬)

رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে জালেমদের হাত থেকে রক্ষ কর। (সূরা কাসাস-২১)

رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ.

অর্থঃ হে আমার রব! এই বিপর্যয়কারী লোকদের মুকাবিলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর। (সূরা আনকাবুত-৩০)

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে একটি পুত্র সন্তান দান কর যে সন্তান সৎ চরিত্রবানদের মধ্যে একজন হবে। (সূরা সাফ্‌ফাত-১০০)

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থঃ হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে তওফিক দাও, আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শোকর আদায় করি যা তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর যেন এমন নেক আমল করি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। এবং আমার সন্তানকেও সৎ বানায়ে আমাকে সুখ-শান্তি দাও। আমি তোমার সমীপে তওবা করেছি এবং আমি অনুগত অবনত (মুসলিম) বান্দাদের মধ্যে শামিল আছি। (সূরা আহক্বাফ-১৫)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের এই কাজ তুমি কবুল কর; তুমি নিশ্চয়ই সব কিছু শুনতে পাও এবং সব কিছু জান। (বাকারা-১২৭)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু আমাদেরকে তোমার অনুগত বানাও। আমাদের বংশ হতে এমন একটি জাতি উত্থিত কর যারা তোমার অনুগত হবে। আমাদেরকে তুমি তোমার ইবাদতের পন্থা বলে দাও এবং আমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা কর। তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা বাকারা-১২৮)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও আমাদেরকে কল্যাণ দান কর, আর জাহান্নামের আগুনের আ'জাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (বাকারা-২০১)

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং এই কাফের দলের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর। (সূরা বাকারা-২৫০)

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

অর্থঃ (হে আল্লাহ) আমরা শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু!

আমরা তোমার নিকট গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা-২৮৫)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! ভুল ভ্রান্তিবশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয় তার জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিওনা। হে আমাদের রব! আমাদের উপর সেই ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিওনা যে রুপ পূর্ববর্তী লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আমাদের প্রভু! যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই তা আমাদের উপর চাপিও না। আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি রহমত নাযিল কর। তুমিই আমাদের মাওলা- আশ্রয়দাতা; কাফেরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদের সাহায্য কর। (সূরা বাকারা-২৮৬)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

অর্থঃ হে আমাদের পরোয়ারদিগার! তুমি যখন আমাদেরকে সঠিক সোজা পথে চালিয়ে দিয়েছ, তখন তুমি আমাদের মনে কোন প্রকার বক্রতা ও কুটিলতার সৃষ্টি করিয়ে দিও না। আমাদেরকে তোমার মেহেরবাণীর ভান্ডার হতে অনুগ্রহ দান কর, কেননা প্রকৃত দাতা ত তুমিই। (সূরা আল-ইমরান-৮)

رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! তুমি নিশ্চয়ই একদিন সমস্ত লোককে একত্রিত করবে যে দিনের আগমনের কোন প্রকার সন্দেহ নেই। তুমি কখনই কোনক্রমে নিজের ওয়াদা হতে বিচ্যুত হও না। (সূরা আল-ইমরান-৯)

رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহ-খাতা মাফ কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। (সূরা আল ইমরান)

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! তুমি যা নাযিল করেছ, আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্য দাতাদের সাথে লিখে লও। (সূরা আল ইমরান-৫৩)

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের ভুল-ত্রুটি ও অক্ষমতাকে ক্ষমা কর, আমাদের কাজে-কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লংঘন হয়েছে, তা মাফ করে আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর। (আল-ইমরান-১৪৭)

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! এই (পৃথিবীর) সব কিছু তুমি অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি কর নাই। তুমি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা থেকে পবিত্র। অতএব, হে আল্লাহ! দোজখের আজাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। (সূরা আল-ইমরান-১৯১)

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ، رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ، رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছ তাকে বাস্তবিকই বড়

অপমান ও লজ্জায় নিক্ষেপ করেছ, তাছাড়া এসব জালেমদের সাহায্যকারীও কেউ হবে না। হে আল্লাহ! আমরা একজন আহবানকারীর ঈমানের আহবান শুনেছি। তাই আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে প্রভু! যে অপরাধ আমরা করেছি তা ক্ষমা করে দাও। আমাদের মধ্যে যা কিছু অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি রয়েছে তা দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সাথে আমাদের শেষ পরিণতি সম্পন্ন কর। হে আল্লাহ্! তুমি তোমার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ কর এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করিও না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গকারী নও। (আল ইমরান-১৯২-১৯৪)

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই জনপদ হতে বের করে লও, যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী এবং তোমার নিকট হতে আমাদের জন্য কোন বন্ধু-দরদী ও সাহায্যকারী পাঠাও (নিসা-৭৫)

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। আমাদের নাম সাক্ষীদাতাদের সংগে লিখে দাও। (সূরা মায়েদা-৮৩)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছি; এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর, আর আমাদের প্রতি রহম না কর, তাহলে আমরা নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাব। (আ'রাফ-২৩)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই জালেম লোকদের মধ্যে শামিল করোনা। (সূরা আ'রাফ-৪৭)

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের ও আমাদের জাতির লোকদের মাঝে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দাও, আর তুমিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (সূরা আ'রাফ-৮৯)

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ.

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দাও। আর আমাদেরকে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় উঠিয়ে লও, যখন আমরা তোমারই অনুগত। (সূরা আ'রাফ-১২৬)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে জালেম লোকদের জন্য ফেতনা বানাইওনা। (সূরা ইউনুস-৮৫)

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! যা গোপন করি যা প্রকাশ করি তুমি সব জান। (সূরা ইবরাহীম-৩৮)

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং সব ঈমানদার লোকদেরকে সেইদিন ক্ষমা করে দিও যখন হিসাব কার্যকর হবে। (সূরা ইবরাহীম-৪১)

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে তোমার বিশেষ রহমত দ্বারা ধন্য কর এবং আমাদের সমস্ত ব্যাপারটি সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে গড়ে দাও। (সূরা কাহাফ-১০)

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি রহম কর, তুমি সব রহমকারীদের হতে অতি উত্তম দয়াবান। (সূরা মুমেনুন-১০৯)

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.

অর্থঃ হে আমাদের রব! জাহান্নামের আজাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও। উহার আজব ত বড়ই প্রাণান্তকর ভাবে লেগে থাকে। (সূরা ফুরক্বান-৬৫)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুসমূহের শীতলতা দাও এবং আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের ইমাম বানাও। (সূরা ফুরক্বান-৭৪)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ الرَّحِيْمٌ.

অর্থঃ হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে ক্ষমা কর যারা আমাদের পূর্বে ঈমান গ্রহণ করেছে। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদার লোকদের জন্য কোন হিংসা ও শত্রুতাভাব রাখিও না। হে আমাদের রব! তুমিই বড় অনুগ্রহসম্পন্ন এবং করুণাময়। (সূরা হাশর-১০)

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

অর্থঃ হে আমাদের রব! তোমার উপরই আমরা ভরসা ও নির্ভরতা রেখেছি আর তোমার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার সমীপে আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা মুমতাহিনা-৪)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানায়ে দিও না। হে আমাদের রব! আমাদের অপরাধগুলোকে মাফ করে দাও। নিঃসন্দেহ যে তুমিই মহাপরাক্রমশালী ও সুবজ্ঞ বিচক্ষণ। (সূরা মুমতাহিনা-৫)

সমাপ্ত